জাতীয় শোক দিবসে

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি
জাতির পিতা
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও
তাঁর পরিবারবর্গের মৃত্যুবার্ষিকীতে

আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধা !

বাংলাদেশ স্কাউটস এর মাসিক মুখপত্র

অগ্রদূত

AGRADOOT

বর্ষ ৬৭, সংখ্যা ০৮, শ্রাবণ-ভাদ্র ১৪৩০, আগস্ট ২০২৩

বাংলাদেশ স্কাউটস

স্কাউট প্রতিজ্ঞা ও স্কাউট আইন

স্কাউট প্রতিজ্ঞা

আমি আমার আত্মমর্যাদার উপর নির্ভর করে প্রতিজ্ঞা করছি যে

- আল্লাহ্ ও আমার দেশের প্রতি কর্তব্য পালন করতে
- সর্বদা অপরকে সাহায্য করতে
- স্কাউট আইন মেনে চলতে

আমি আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করব।

স্কাউট আইন

- স্কাউট আত্মমর্যাদায় বিশ্বাসী
- স্কাউট সকলের বন্ধু
- স্কাউট বিনয়ী ও অনুগত
- স্কাউট জীবের প্রতি সদয়
- স্কাউট সদা প্রফুল্ল
- স্কাউট মিতব্যয়ী
- স্কাউট চিন্তা, কথা ও কাজে নির্মল।

আপনার সন্তান কেন স্কাউট হবে?

- স্কাউটিং নিয়মানুবর্তী হতে সাহায্য করে
- স্কাউটিং চরিত্র গঠনে সহায়ক
- স্কাউটিং সৎ ও সত্যবাদী হওয়ার শিক্ষা দেয়
- স্কাউটিং শরীর সুস্থ্য ও সবল করে
- স্কাউটিং ছেলে-মেয়েদের চৌকষ করে গড়ে তোলে
- স্কাউটিং বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্বের সুযোগ সৃষ্টি করে
- স্কাউটিং ছেলে-মেয়েদের আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলে
- স্কাউটিং বিনয় ও ধৈর্য্য শিক্ষা দেয়
- স্কাউটিং ছেলে- মেয়েদের কর্মঠ ও শ্রমের মর্যাদা শেখায়
- স্কাউটিং সমাজ হিতৈষী নাগরিক সৃষ্টি করে
- স্কাউটিং ছেলে- মেয়েদের পরোপকারী ও জনসেবায় উদ্বুদ্ধ করে
- স্কাউটিং ছেলে- মেয়েদের অবসর গঠনমূলক কাজে লাগিয়ে মূল্যবোধের অবক্ষয় রোধে সাহায্য করে।

বাংলাদেশ স্কাউটস এর মুখপত্র

অগ্রদূত
AGRADOOT

বর্ষ ৬৭ সংখ্যা ৮
শ্রাবণ-ভাদ্র ১৪৩০
আগস্ট ২০২৩

প্রধান উপদেষ্টা
ড. মো. মোজাম্মেল হক খান

সম্পাদক
মো. আবদুল হক

সম্পাদনা পরিষদ
সরোয়ার মোহাম্মদ শাহরিয়ার
আখতারুজ জামান খান কবির
মো. মহসিন
মো. মাহমুদুল হক
মোহাম্মদ আতিকুজ্জামান রিপন
ফাহমিদা
মাহমুদুর রহমান
মাহবুবা খানম
মো. জিয়াউল হুদা হিমেল

নির্বাহী সম্পাদক
রাসেল আহমেদ

সহ-সম্পাদক
জন্মজয় কুমার দাশ
মো. আরমান হোসেন
মো. এনামুল হাসান কাওছার
জে এম কামরুজ্জামান
শেখ হাসান হায়দার শুভ

চিত্রশিল্পী
মতুরাম চৌধুরী

প্রচ্ছদ ও গ্রাফিক্স
মো: ইব্রাহিম
ট্রিম কেয়ার

প্রিন্টিং অ্যান্ড প্রেস
সৃষ্টি প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং

বিনিময় মূল্য
বিশ টাকা

বাংলাদেশ স্কাউটস
৬০, আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম রোড
কাকরাইল, ঢাকা-১০০০।
ফোন: ০২-২২২২২২২-৬
পিএবিএক্স, সম্প্রসারণ-১৫৩
মোবাইল: ০১৭১২-৭৫৫০১৯ (বিকাশ নম্বর)

ই-মেইল
agradoot@scouts.gov.bd

মাসিক অগ্রদূত বাংলাদেশ স্কাউটসের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাচ্ছে

ক্লিক করুন
www.scouts.gov.bd
www.agradoot.com.bd

সম্পাদকীয়

"তোমার ছেলেরা মরে গেছে প্রতিরোধের প্রথম পর্যায়ে,
তারপর গেছে তোমার পুত্রবধূদের হাতের মেহেদী রঙ,
তারপর তোমার জন্মসহোদর, ভাই শেখ নাসের
তারপর গেছেন তোমার প্রিয়তমা বাল্যবিবাহিতা পত্নী,
আমাদের নির্যাতিতা মা।"
(সেই রাত্রির কল্পকাহিনী)
---------কবি নির্মলেন্দু গুণ

দ্বিধাবিভক্ত পরাধীন জাতিকে সুসংগঠিত করে স্বাধীনতার মন্ত্রে উজ্জীবিত করা এবং সঠিক নেতৃত্ব দেওয়া সহজ কাজ নয়। অথচ এই কঠিন কাজটি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (১৯২০-১৯৭৫) খুব সহজেই করতে পেরেছিলেন। স্বাধীকার থেকে স্বাধীনতার সংগ্রাম সবই পরিচালনা করেছেন শেখ মুজিবুর রহমান অসীম দক্ষতা ও যোগ্যতায়। তাঁর ছিল মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার মতো অসাধারন বজ্রকণ্ঠ। অনলবর্ষী বক্তা হিসেবে তাঁর বিপুল খ্যাতি ছিল। অথচ সবার সেরা আর বাঙালির প্রাণপ্রিয় এই নেতাকে স্বপরিবারে ঘাতকেরা কী নিষ্ঠুরভাবেই না হত্যা করেছিল!

সেই সাথে ঘাতকেরা শুধু সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী নেতাকেই হত্যা করেনি, হত্যা করেছে ১৬ কোটি বাঙালির পিতাকে, হত্যা করেছব স্বাধীনতার রক্তিম সূর্যকে, হত্যা করেছে সমাজের নিরীহ, অত্যাচারিত, শোষিত, নির্যাতিত সকল মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষার সত্য প্রতীককে।

ঘাতকেরা বাঙালি জাতি এবং বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে কালো অধ্যায় রচিত করেছিল ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালী, স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের চিত্রকর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করার মাধ্যমে। ১৫ই আগস্ট বাঙালী জাতির জীবনের এক কলঙ্কময় দিন। এই দিনটি জাতি জাতীয় শোক দিবস হিসেবে পালন করে থাকে গভীর শ্রদ্ধায়। বিষাদময় এই দিনটিকে স্মরণে রেখে আমরা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ সেই দিন নিহত সকল শহীদদের বিদেহী অত্মার মাগফিরাত কামনা করি। আমরা বিশ্বাস করি, এই শোককে শক্তিতে পরিণত করে এদিন আমরা বিশ্বের বুকে অধিকতর আত্মমর্যাদা সম্পন্ন, মানবিক, উন্নত জাতিরাষ্ট্রে পরিণত হব ।

প্রিয় পাঠক, আপনারা অবগত আছেন যে আগস্টের ১ থেকে ১২ আগস্ট, ২০২৩ পর্যন্ত দক্ষিণ কোরিয়ায় অনুষ্ঠিত হয়ে গেল ২৩তম বিশ্ব স্কাউট জাম্বুরী। উক্ত জাম্বুরীতে বাংলাদেশ থেকে ৭১০ জনের একটি বৃহৎ দল সেখানে সাফল্যের সাথে অংশগ্রহণ করে বিশ্ব দরবারে ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করেছে। যা আমাদের জন্যে গর্বের ও মর্যাদার। অংশগ্রহণকারী সকলকে আমরা অভিনন্দন জানাই।

এসকল ঘটনাবলী মনে রেখেই এবারের অগ্রদূত সংখ্যায় রয়েছে ভিন্নধর্মী আয়োজন। প্রাসঙ্গিক প্রচ্ছদ, প্রচ্ছদ রচনা, নিয়মিত সকল বিভাগ, তথ্যবহুল সময়োপযোগী ফিচার, স্কাউট সংবাদ ইত্যাদিতে সমৃদ্ধ সুখপাঠ্য অগ্রদূত-২০২৩ সংখ্যাটি পাঠক প্রিয় হবে বলে আমরা আশা করি ।

মহান সৃষ্টিকর্তা আমাদের সহায় হোন । জয় বাংলা ।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয়	০১
সূচীপত্র	০২
প্রচ্ছদ প্রতিবেদন : যথাযোগ্য মর্যাদায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৮তম শাহাদত বার্ষিকী পালিত	০৩
বিশেষ প্রতিবেদন : কোরিয়াতে ২৫তম বিশ্ব স্কাউট জাম্বুরির উদ্বোধন	০৬
বিশেষ প্রতিবেদন : বিশ্ব স্কাউটস জাম্বুরীতে "বাংলাদেশ ডে" উদযাপিত	০৭
ফিচার : জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত করার নতুন নিয়ম	০৮
ফিচার : বঙ্গবন্ধু - অবিস্মরণীয় এক নেতা	০৯
ফিচার : আমার দেখা দক্ষিণ কোরিয়ায় অনুষ্ঠিত ২৫তম বিশ্ব স্কাউট জাম্বুরী	১১
ফিচার : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উপাধি, প্রাপ্তি ও পুরস্কার	১৩
ফিচার : Don't Freak out after this	১৪
বুক রিভিউ : কন্যার লেখনীতে জাতির পিতা এবং তৎকালীন রাজনৈতিক সমাজ	১৫
ফটো গ্যালারী	১৭-২৪
সাম্প্রতিক বিশ্ব	২৫
খেলাধুলা : সৌদি আরবের আল হিলালে ফুটবল ক্লাবে যোগ দিলেন নেইমার	২৭
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি : মোবাইল ফোনের সুবর্ণজয়ন্তী	২৮
স্বাস্থ্য কথা : হাইপোগ্লাইসেমিয়া বা সুগার কমে গেলে করণীয়	২৯
কৌতুক : হাসতে নাকি জানে না কেউ	৩২
স্কাউট কলাম : What I learned from Scouting	৩৪
স্কাউট সংবাদ	৩৫-৪০

অগ্রদূত লেখকদের প্রতি

অগ্রদূত আপনার পত্রিকা। বছরের যে কোন সময়ে অগ্রদূত এর জন্য লেখা পাঠাতে পারেন। আপনার এলাকার যে কোন স্কাউট সংবাদ, স্থানীয়, আঞ্চলিক বা জাতীয় কোন অনুষ্ঠানে স্কাউটদের সম্পৃক্ততার বিষয়ে প্রতিবেদন বা সংবাদ পাঠাতে পারেন। লিখতে পারেন আপনার কোন স্মৃতিকথা, গল্প, কবিতা, ভ্রমণ কাহিনী, প্রবন্ধ বা নিবন্ধ । উত্তম ও দক্ষ, কাব-স্কাউট, রোভার, গার্ল ইন স্কাউট এর সদস্যদের সাক্ষাৎকার অগ্রদূত-এ প্রকাশ করা হয়। এ সাক্ষাতকার স্কাউট/রোভারবৃন্দের যে কেউ তৈরি করে ছবিসহ পাঠালে তা যত্নের সাথে প্রকাশ করা হবে। লক্ষ্য রাখবেন, আপনার লেখা যেন অগ্রদূত পাঠকদের জন্য উপযোগী হয়। কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কার হস্তাক্ষরে বা কম্পিউটার কম্পোজ করে লেখা পাঠাতে হবে। কাগজের উভয় পৃষ্ঠায় লিখে পাঠানো হলে তা প্রকাশ করা সম্ভব নয়। লেখা বা সংবাদের সাথে ছবি থাকলে ভাল হয়, ছবি অবশ্যই পরিষ্কার হতে হবে। ছবির চারপাশে কোন প্রকার ডিজাইন বা বর্ডার দেবেন না। তবে কেউ ছবি পাঠালে তার সাথে ক্যাপশন বা বিবরণ লিখে দিবেন। সে সাথে আপনার পূর্ণ ঠিকানা এবং ফোন/মোবাইল নম্বর উলেখ থাকতে হবে।
অসম্পূর্ণ বা ঠিকানাবিহীন কোন লেখা প্রকাশ করা হবে না। অমনোনীত লেখা ফেরৎ দেয়া হয় না ।

- সম্পাদক, অগ্রদূত

লেখা ই-মেইল করে পাঠানোর ঠিকানা: agradoot@scouts.gov.bd
ডাকযোগে: সম্পাদক, অগ্রদূত, বাংলাদেশ স্কাউটস, ৬০, আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম রোড, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০।

যথাযোগ্য মর্যাদায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৮তম শাহাদত বার্ষিকী পালিত

১৫ আগস্ট ২০২২, জাতীয় শোক দিবস । বাংলাদেশের স্বাধীনতার মহান স্থপতি, মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৮তম শাহাদত বার্ষিকী। শোক দিবস পালনের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় সদর দফতর এবং এর সকল আঞ্চলিক কার্যালয় ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয়। সেই সাথে বঙ্গবন্ধুর স্মৃতি বিজড়িত ধানমন্ডির ৩২ নম্বরের বাড়িতে স্থাপিত তাঁর প্রতিকৃতিতে বাংলাদেশ স্কাউটস এর একটি প্রতিনিধি দল পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে । জাতীয় শোক দিবসে ধানমন্ডি ৩২ এ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রতিনিধিগণ। এ সময় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রধান জাতীয় কমিশনার ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান, জাতীয় কমিশনার (স্পেশাল ইভেন্টস) জনাব মোঃ ফসিউল্লাহ, জাতীয় কমিমনার (সমাজ উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য) কাজী নাজমূল হক নাজু, নির্বাহী পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) জনাব উনু চিংসহ বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রফেশনাল স্কাউট এক্সিকিউটিভগণ, বিভিন্ন পর্যায়ের স্কাউটারবৃন্দ এবং রোভার স্কাউটরা।

উক্ত দিন বিকালে বাংলাদেশ স্কাউটস এর সদর দফতরের শামস হলে এক ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ শোক সভা ও মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করা হয়। শোক সভায় হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উপর একটি তথ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর সভাপতি মোঃ আবুল কালাম আজাদ, প্রধান জাতীয় কমিশনার ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান, কোষাধ্যক্ষ ড. মোঃ শাহ কামালসহ জাতীয় কমিশনারবৃন্দ, জাতীয় উপ কমিশনারবৃন্দ, প্রফেশনাল স্কাউট এক্সিকিউটিভগণ, বিভিন্ন পর্যায়ের স্কাউটারবৃন্দ, কাব স্কাউট, স্কাউট এবং রোভার স্কাউটরা।

সারাদেশে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে বাঙালি জাতি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে জাতীয় শোক দিবস পালন করেছে। দিবসটি উপলক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক সংগঠন বিস্তারিত কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। কর্মসূচির মধ্যে ছিল- সূর্য উদয় ক্ষণে বঙ্গবন্ধু ভবনসহ দেশের সকল সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সমূহে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত-করণ ও কালো পতাকা উত্তোলন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক স্মৃতি-বিজড়িত ধানমন্ডিস্থ বঙ্গবন্ধু ভবন প্রাঙ্গণে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ । বনানী কবরস্থানে ১৫ আগস্টের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন, কবর জিয়ারত, ফাতেহা পাঠ, মোনাজাত ও

মিলাদ মাহফিল। টুঙ্গীপাড়ায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিতে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন, ফাতেহা পাঠ, মিলাদ ও দোয়া মাহফিল।

বাদ জোহর কেন্দ্রীয়ভাবে জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমসহ দেশের সকল মসজিদে দোয়া ও মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয় । একইভাবে মন্দির, প্যাগোডা, গির্জা, উপাসনালয়ে দেশব্যাপী বিশেষ প্রার্থনা কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে।

* ফিরে দেখা...

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ভোর রাতে সেনাবাহিনীর কিছুসংখ্যক বিপথগামী সদস্য ধানমন্ডির বাসভবনে বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করে । ঘাতকরা শুধু বঙ্গবন্ধুকেই হত্যা করেনি, তাদের হাতে একে একে প্রাণ হারিয়েছেন বঙ্গবন্ধুর সহধর্মিনী বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব , বঙ্গবন্ধুর সন্তান শেখ কামাল, শেখ জামাল ও শিশু পুত্র শেখ রাসেলসহ পুত্রবধু সুলতানা কামাল ও রোজি জামাল । পৃথিবীর এই জঘন্যতম হত্যাকান্ড থেকে বাঁচতে পারেননি বঙ্গবন্ধুর অনুজ শেখ নাসের, ভগ্নিপতি আবদুর রব সেরনিয়াবাত এবং তাঁর ছেলে আরিফ ও সুকান্তবাবু, মেয়ে বেবি, বঙ্গবন্ধুর ভাগ্নে মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক শেখ ফজলুল হক মণি, তাঁর অন্তঃস্বত্ত্বা স্ত্রী আরজু মনি এবং আবদুল নাঈম খান রিন্টু ও কর্নেল জামিলসহ পরিবারের ১৬জন সদস্য ও ঘনিষ্ঠজন । এ সময় বঙ্গবন্ধুর দুইকন্যা শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা বিদেশে থাকায় প্রাণে রক্ষা পান।

মূলত, ১৯৭৫ এর ১৫ আগস্ট থেকেই বাংলাদেশে এক বিপরীত ধারার যাত্রা শুরু হয়। বেসামরিক সরকারকে উৎখাত করে সামরিক শাসনের অনাচারি ইতিহাস রচিত হতে থাকে। সপরিবারে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর গোটা বিশ্বে নেমে আসে তীব্র শোকের ছায়া এবং ছড়িয়ে পড়ে ঘৃণার বিষবাষ্প । বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর নোবেল জয়ী পশ্চিম জার্মানীর নেতা উইলি ব্রানডিট বলেন, মুজিবকে হত্যার পর বাঙালিদের আর বিশ্বাস করা যায় না । যে বাঙালি শেখ মুজিবকে হত্যা করতে পারে তারা যে কোন জঘন্য কাজ করতে পারে ।

ভারতীয় বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ নাগরিক ও বিশিষ্ট সাহিত্যিক নীরদ সি চৌধুরী বাঙালিদের 'বিশ্বাসঘাতক' হিসেবে বর্ণনা করে বলেন, বাঙালি জাতির স্বপ্নদ্রষ্টা শেখ মুজিবকে হত্যার মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতি বিশ্বের মানুষের কাছে নিজেদের আত্মঘাতী চরিত্রই তুলে ধরেছে। দ্য টাইমস অব লন্ডন এর ১৯৭৫ সালের ১৬ আগস্ট সংখ্যায় উল্লেখ করা হয় 'সবকিছু সত্ত্বেও বঙ্গবন্ধুকে সব সময় স্মরণ করা হবে । কারণ, তাঁকে ছাড়া বাংলাদেশের বাস্তব কোন অস্তিত্ব নেই । একই দিন লন্ডন থেকে প্রকাশিত ডেইলি টেলিগ্রাফ পত্রিকায় বলা হয়েছে, 'বাংলাদেশের লাখ লাখ লোক শেখ মুজিবের জঘন্য হত্যাকান্ডকে অপূরণীয় ক্ষতি হিসেবে বিবেচনা করবে'।

বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর ১৯৭৫ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর স্বঘোষিত প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোশতাক আহমেদ বিচারের হাত থেকে খুনীদের রক্ষা করতে ইনডেমনিটি অর্ডিন্যান্স জারি করেন। পরবর্তীতে জিয়াউর রহমান ১৯৭৯ সালে ইনডেমনিটি অর্ডিন্যান্সকে আইন হিসেবে অনুমোদন করেন । জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সুদীর্ঘ একুশ বছর পর ক্ষমতায় এলে ১৯৯৬ সালের ১৪ আগস্ট বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার

তিন প্রধান আসামী বরখাস্ত লে. কর্নেল সৈয়দ ফারুক রহমান, সুলতান শাহরিয়ার রশিদ খান ও সাবেক প্রতিমন্ত্রী তাহের উদ্দিন ঠাকুরকে গ্রেফতার করা হয় ।

একই বছরের ২ অক্টোবর বঙ্গবন্ধুর একান্ত সহকারি (পিএ) এ এফ এম মোহিতুল ইসলাম পঁচাত্তরের ১৫ আগস্ট সংঘটিত নারকীয় হত্যাকান্ডের ঘটনায় থানায় একটি এফআইআর করেন । ১৯৯৬ সালের ১৪ নভেম্বর খুনীদের বিচারের হাতে ন্যস্ত করতে পার্লামেন্টে ইনডেমনিটি আইন বাতিল করা হয় । ১৯৯৭ সালের ১৫ জানুয়ারি সিআইডি এই মামলায় ২০ জনকে অভিযুক্ত করে মুখ্য মহানগর হাকিমের আদালতে চার্জশীট দাখিল করে এবং একই বছরের ১২ মার্চ ছয় আসামীর উপস্থিতিতে আদালতে বিচার শুরু হয় ।

১৯৯৭ সালের ১৯ জুন পর্যন্ত বিচারক বিব্রত হওয়াসহ স্বাধীনতা-বিরোধী চক্রের নানা বাধার কারণে আটবার বিচার কার্যক্রম স্থগিত হয়ে যায় । এভাবে দীর্ঘ প্রক্রিয়া শেষে ১৯৯৮ সালের ৮ নভেম্বর মামলার রায়ে বিচারক কাজী গোলাম রসুল ১৫ জন সাবেক সেনা কর্মকর্তাকে মৃত্যুণ্ড প্রদান করেন । অন্যদিকে, ২০০০ সালের ১৪ ডিসেম্বর হাইকোর্ট বেঞ্চ ২৪ দিনের শুনানি শেষে বিভক্ত রায় প্রদান করে। বিচারক এম রুহুল আমিন অভিযুক্ত ১৫ আসামীর মধ্যে ১০ জনের মৃত্যুদণ্ডাদেশ দেশ বজায় রাখেন । কিন্তু অপর বিচারক এ বি এম খায়রুল হক অভিযুক্ত ১৫ জনকেই সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেন । পরবর্তীতে ২০০১ সালের অক্টোবরের সংসদ নির্বাচনে বিএনপি-জামায়াত জোট ক্ষমতায় এলে বিচার কাজ বন্ধ থাকে । দীর্ঘ ছয় বছর পর ২০০৭ সালের ২৩ আগস্ট রাষ্ট্রপক্ষের মুখ্য আইনজীবী বর্তমান সরকারের আইনমন্ত্রী আনিসুল হক সুপ্রিম কোর্টে সংক্ষিপ্ত বিবৃতি প্রদান করেন এবং ২৩ সেপ্টেম্বর আপিল বিভাগের তিন সদস্যের একটি বেঞ্চ ২৭ দিনের শুনানি শেষে ৫ আসামীকে নিয়মিত আপিল করার অনুমতিদানের লিভ টু আপিল মঞ্জুর করেন ।

২০০৯ সালের ১২ নভেম্বর-২৯ দিনের শুনানির পর চূড়ান্ত আপিল শুনানি শেষ হয় এবং আদালত ১৯ নভেম্বর রায়ের তারিখ নির্ধারণ করেন। ওইদিন (১৯ নভেম্বর) বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের পাঁচ সদস্যের বেঞ্চে হাইকোর্টের দেয়া রায় বহাল রেখে মৃত্যুদ-প্রাপ্ত ৫ আসামীর দায়ের করা আপিল আবেদন খারিজ করা হয় । ২০১০ সালের ২৭ জানুয়ারি আপিলের রায়ের বিরুদ্ধে আসামীদের রিভিউ খারিজ হয়ে গেলে ২৮ জানুয়ারি ৫ আসামীর ফাঁসির রায় কার্যকর করে জাতিকে দায়মুক্ত করা হয় । ২০২০ সালের ১২ এপ্রিল ভারতে পালিয়ে থাকা বঙ্গবন্ধুর আরো একজন খুনি আবদুল মাজেদের ফাঁসি কার্যকর করা হয় । বঙ্গবন্ধুকে সপরিবার হত্যার ৪৫ বছর, নৃশংস ওই হত্যাকান্ডের মামলার ২৫ বছর এবং উচ্চ আদালতের রায়ে ৫ আসামির ফাঁসি কার্যকরের প্রায় দশ বছর পর গ্রেফতার হয় খুনি মাজেদ ।

তথ্যসূত্র: বাসস

লিখেছেন:
জন্মজয় কুমার দাশ
সদস্য, মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিকেশন বিষয়ক
জাতীয় কমিটি, বাংলাদেশ স্কাউটস

কোরিয়াতে ২৫তম বিশ্ব স্কাউট জাম্বুরির উদ্বোধন

বিশেষ প্রতিবেদন

২ আগস্ট রাতে দক্ষিণ কোরিয়ার সেম্যানগুম -এ ২৫তম বিশ্ব স্কাউট জাম্বুরীর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্ট্রপতি ইয়ুন সুক ইয়ল। এই বর্নাঢ্য উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি এমপি উপস্থিত ছিলেন।

"Draw Your Dream" - এই থিম নিয়ে ১-১২ আগস্টের এই জাম্বুরিতে বিশ্বের ১৪৮টি দেশ থেকে নির্বাচিত মোট ৪৪,০০০ স্কাউট ও লিডার অংশগ্রহণ করছে। জাম্বুরীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্ট্রপতি ছাড়াও জাম্বুরী সাংগঠনিক কমিটির চেয়ারম্যান ও জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব বান কি মুন, ক্যাম্প চিফ সায়মন হাং বকরী, বিশ্ব স্কাউটস এর চিফ অ্যাম্বাসেডর বিয়ার গ্রিলস উদ্দীপনামূলক বক্তব্য রাখেন। প্রতি চার বছর অন্তর অনুষ্ঠিত হয় বিশ্ব স্কাউট জাম্বুরী। জাম্বুরীতে স্কাউটগণ বিভিন্ন আকর্ষণীয়, চ্যালেঞ্জিং ও উদ্দীপনামূলক প্রোগ্রাম এবং জ্ঞান বিজ্ঞানের নতুন নতুন প্রযুক্তির সাথে পরিচিতির পাশাপাশি নিজেদের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ করবে।

এই জাম্বুরীতে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা থেকে ১২-১৭ বছর বয়সী স্কাউট ও স্কাউট লিডার মোট ৭১০জন অংশগ্রহণ করছেন। জাম্বুরীতে বাংলাদেশের কৃষ্টি ও সংস্কৃতি ইতিহাস ঐতিহ্যকে বর্ণিলভাবে তুলে ধরা হবে। ৪ আগস্ট জাম্বুরীতে "বাংলাদেশ ডে" অনুষ্ঠানে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি এমপি, বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রধান জাতীয় কমিশনার ড. মোজাম্মেল হক খান এবং জাতীয় কমিশনার (আন্তর্জাতিক) জনাব মোঃ মাহমুদুল হকসহ বাংলাদেশ স্কাউটস কন্টিনজেন্ট এর সকলে যোগদান করেন।

প্রতিবেদক :
এ এইচ এম শামছুল আজাদ
পরিচালক (জনসংযোগ ও মার্কেটিং)
বাংলাদেশ স্কাউটস।

বিশ্ব স্কাউটস জাম্বুরীতে "বাংলাদেশ ডে" উদযাপিত

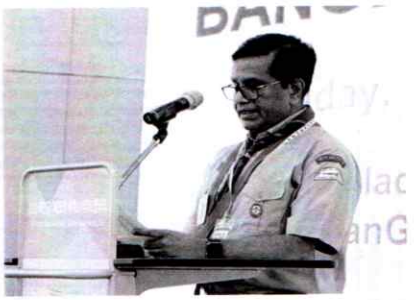

দক্ষিণ কোরিয়ায় অনুষ্ঠেয় ২৫ তম বিশ্ব স্কাউট জাম্বুরীতে বর্ণাঢ্যভাবে "বাংলাদেশ ডে" উদযাপন করা হয়েছে। বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরার জন্য গত ৪ আগস্ট বিকেলে বিশ্ব জাম্বুরী ময়দানে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ থেকে অংশগ্রহণকারী ৭১০ জন স্কাউট ও লিডার দেশীয় শাড়ি, লুঙ্গি, পায়জামা, ফতুয়া, পাঞ্জাবি ও গামছা নিয়ে বর্ণিল সাজে অংশগ্রহণ করে। বিদেশী অতিথিদের আপ্যায়ন করা হয়েছে পিঠা, পুলি, নাড়ু, মোয়া, বাতাসা দিয়ে। মঞ্চে স্কাউট সদস্যগণ পরিবেশন করেন মনোমুগ্ধকর দেশাত্মবোধক গান, লোকগীতি ও নৃত্য । মনোরম এই সংস্কৃতি অনুষ্ঠান উপস্থিত বিদেশী অতিথিবৃন্দকে আনন্দিত ও মুগ্ধ করে।

জাম্বুরী হেডকোয়ার্টারের মিলনায়তনে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি এমপি এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রধান জাতীয় কমিশনার ড. মো: মোজাম্মেল হক খান। বিশ্ব স্কাউট জাম্বুরীতে অংশ নেয়া দেশগুলোর আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ ছাড়াও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে বাংলাদেশ স্কাউটস এর গ্রোথ ও সক্ষমতার ভূয়সী প্রশংসা করে বক্তব্য রাখেন ২৫ তম বিশ্ব স্কাউটস জাম্বুরীর ক্যাম্প চিফ জনাব সাইমন হাং বক রী এবং এশিয়া প্যাসিফিক রিজিয়নাল স্কাউটসের চেয়ারম্যান জনাব ডেল বি করভেরা।

মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী ডা. দীপু মনি তাঁর বক্তব্যে বাংলাদেশ স্কাউটসের সম্প্রসারণে সরকারের বিভিন্ন কার্যক্রমের কথা উল্লেখ করেন। তিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ঘোষিত প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অন্তত দুইটি করে দলখোলা ও সকল শিক্ষার্থীকে স্কাউটিং এর প্রশিক্ষণের আওতায় আনার কথা উল্লেখ করেন। উপস্থিত সকল বিদেশি স্কাউট নেতা করতালির মাধ্যমে এর প্রশংসা করে। বিশেষ অতিথি ড. মো: মোজাম্মেল হক খান তাঁর বক্তব্যে স্কাউট সংখ্যার দিক থেকে বিশ্বে বাংলাদেশ স্কাউটস এর চতুর্থ অবস্থান ও স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যান অনুযায়ী ২০২৩ সালে বাংলাদেশে ৫০ লক্ষ স্কাউটের স্বপ্ন সহ দেশি ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বিভিন্ন কার্যক্রম তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানের স্বাগত বক্তব্য রাখেন হেড অব কন্টিনজেন্ট ও বাংলাদেশ স্কাউটসের জাতীয় কমিশনার আন্তর্জাতিক জনাব মো: মাহমুদুল হক। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন রিপাবলিক অব কোরিয়ায় নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত জনাব দেলোয়ার হোসেন।

অনুষ্ঠান শেষে বাংলাদেশের ৭১০ জন অংশগ্রহণকারী স্কাউট ও নেতা রঙ্গিন দেশীয় পোষাকে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের করে জাম্বুরী এলাকা প্রদর্শন করেন।

ছবি ও সংবাদ প্রেরক:
সরোয়ার মো: শাহরিয়ার
জাতীয় কমিশনার (স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং অ্যান্ড গ্রোথ)
বাংলাদেশ স্কাউটস; ২৫ তম বিশ্ব স্কাউট জাম্বুরী, দক্ষিণ কোরিয়া থেকে।

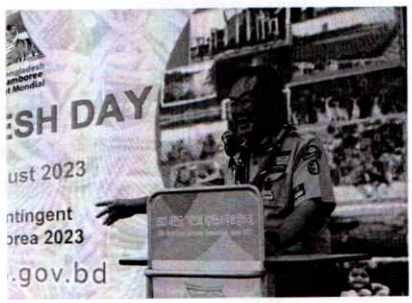

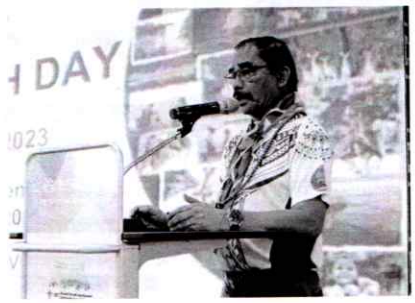

জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত করার নতুন নিয়ম

বিধিমালা সংশোধন করে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত করার ক্ষেত্রে নতুন নিয়ম এনেছে সরকার। ৯ আগস্ট ২০২৩, বুধবার গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের পতাকা বিধিমালা, ১৯৭২ সংশোধন করে প্রজ্ঞাপন জারি করা করেছে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ।

নতুন নিয়মে পতাকা অর্ধনমিত রাখার ক্ষেত্রে পতাকা দণ্ডের ওপর থেকে চার ভাগের একভাগ দৈর্ঘ্যের সমান নিচে উড়াতে হবে। বিধিমালায় আগে এটি নির্ধারণ করে দেয়া ছিল না ।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, বাংলাদেশ জাতীয় সংগীত, পতাকা এবং প্রতীক অধ্যাদেশ, ১৯৭২ এর আর্টিকেল-৫ এ দেওয়া ক্ষমতাবলে সরকার পতাকা বিধিমালা সংশোধন করেছে । বিধি-৭ এর ১২ অনুচ্ছেদের পরিবর্তে নতুন ১২ অনুচ্ছেদ কার্যকর হবে ।

সংশোধিত বিধিমালায় বলা হয়, পতাকা অর্ধনমিত রাখার ক্ষেত্রে পতাকা প্রথমে পতাকাদণ্ডের সর্বোচ্চ চূড়া পর্যন্ত উত্তোলন করতে হবে। এরপর পতাকা দণ্ডের এক-চতুর্থাংশের দৈর্ঘ্যের সমান নিচে নামিয়ে পতাকাটি স্থাপন করতে হবে ।

পতাকা নামানোর সময় ফের পতাকা দণ্ডের সর্বোচ্চ চূড়া পর্যন্ত তুলে এরপর নামাতে হবে । উদাহরণস্বরূপ কোন পতাকার দণ্ডের দৈর্ঘ্য ২৪ ফুট হলে দণ্ডের চূড়া ও পতাকার শীর্ষের দূরত্ব হবে ৬ ফুট । পতাকার দণ্ডের দৈর্ঘ্য ২৮ ফুট হলে খুঁটির শীর্ষ এবং পতাকার শীর্ষের দূরত্ব হবে ৭ ফুট ।

সাধারণত ২১ ফেব্রুয়ারি ভাষা শহীদ ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, ১৫ অগাস্ট জাতীয় শোক দিবসসহ জাতীয়ভাবে শোক পালনের দিন জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয় ।

■ আগ্রদূত ডেস্ক

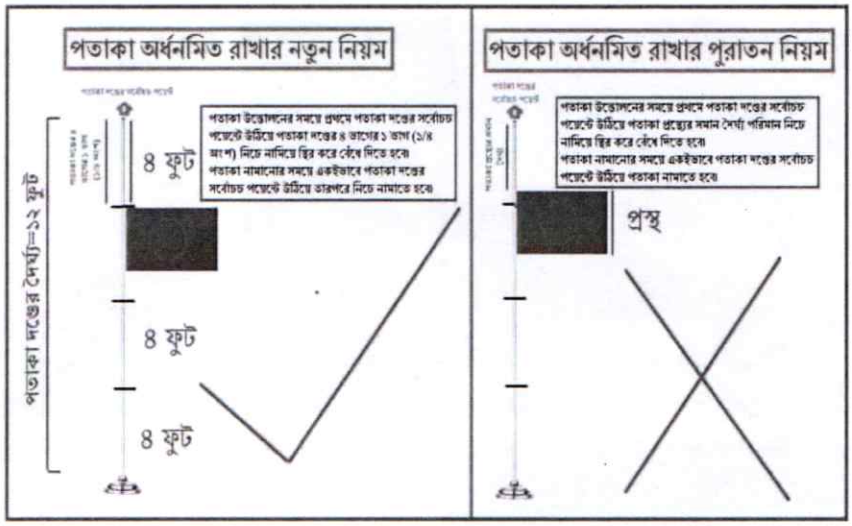

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, আগস্ট ৯, ২০২৩

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৫ শ্রাবণ, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ/০৯ আগস্ট, ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

এস. আর. ও. নং-২৪৭-আইন/২০২৩।—Bangladesh National Anthem, Flag and Emblem Order, 1972 (President's Order No. 130 of 1972) এর Article 5 এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার People's Republic of Bangladesh Flag Rules, 1972 এর নিম্নরূপ অধিকতর সংশোধন করিল, যথা:—

উপরি-উক্ত Rules এর rule 7 এর paragraph XII এর পরিবর্তে নিম্নরূপ paragraph XII প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"XII. The flags when flown at half-mast shall first be hoisted to the peak of the flagpole for an instant and then fixed by lowering it down equal to the length of one-fourth of the flagpole. The flag shall again be raised to the peak before it is lowered for the day.

Example-1: If the flagpole is 24 feet in length the distance between the top of the flagpole and top of the flag will be 6 feet.

Example-2: If the flagpole is 28 feet in length the distance between the top of the flagpole and top of the flag will be 7 feet."।

২। ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

মোঃ মাহবুব হোসেন
মন্ত্রিপরিষদ সচিব।

বঙ্গবন্ধু - অবিস্মরণীয় এক নেতা

রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, দূরদর্শী দৃষ্টিভঙ্গি, অসাম্প্রদায়িক চেতনা, দৃঢ় কণ্ঠ, উঁচু তর্জনী - বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কথা বলছি। ১৯২০ সালে গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় জন্ম নেওয়া শেখ মুজিবুর রহমান শৈশব থেকেই মানবজাতির কল্যাণে নিঃস্বার্থ ভূমিকা পালন করেছেন। একজন বাঙালি হিসেবে যা কিছু বাঙালির সাথে সম্পর্কিত তাই নিয়েই তিনি ভাবতেন। এই উপলব্ধি, এই ভালোবাসা তাঁর রাজনীতি ও অস্তিত্বকে অর্থবহ করেছিল।

শৈশব থেকেই তিনি সচেতন ছিলেন, আর তাই গ্রামের হতদরিদ্র শিশু কিশোরদের নিজের পরিধেয় জামা কাপড় দিয়ে দিতেন । বাবা মা কিছু বুঝার আগেই সাহায্য প্রত্যাশীদের টাকা পয়সা দিয়ে দিতেন। স্কুলে তিনি ছিলেন মুজিব ভাই। গৃহ শিক্ষক পণ্ডিত সাখাওয়াত উল্লাহর কাছে শিক্ষার হাতেখড়ি হয় শেখ মুজিবের। শিক্ষকের সাহচর্যে শিক্ষার প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠেন । প্রাথমিকের শিক্ষা শেষ না হতেই তিনি আক্রান্ত হন বেরিবেরি রোগে। চিকিৎসা শেষে ভালো হলেও চোখের রোগে আক্রান্ত হয়ে ২/১ বার পড়াশোনার ধারাবাহিকতা ব্যাহত হয়। এসময় বিট্রিশ বিরোধী আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী হামিদ মাস্টার তার গৃহ শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন। তার কাছে শোনা বিপ্লবীদের জীবন কাহিনী খোকাকে অনুপ্রাণিত করেছিল।

১৯৩৭ সাল। গোপালগঞ্জের মিশন স্কুলের ছাত্র মুজিব প্রধান শিক্ষক গিরিশবাবুর বৈষম্য প্রথার প্রতিরোধ করেন। নবম শ্রেণিতে পড়ার সময় পথের ধারে বসে থাকা অসহায় এক ছেলেকে নিজের পরিধেয় কাপড় দিয়ে দেন। মুজিবের এ ধরণের আচরণে বাবা মা উদ্বিগ্ন হলেও এই মহানুভতায় অভ্যস্থ হয়ে উঠেছিলেন। ১৯৩৭ সালেই গোপালগঞ্জের ব্যবসায়ী সমিতির আয়োজিত এক জনসভায় বিশৃঙ্খলার অভিযোগে তিনি গ্রেফতার হন। কিন্তু মুসলিম ছাত্র পরিষদের নেতা শেখ মুজিবকে আটকে রাখা যায় না। মুক্তি পেলেন তিনি, সেই সাথে একটি মসজিদ নির্মাণের প্রতিশ্রুতিও আদায় হলো।

১৯৩৮ সাল। গোপালগঞ্জ পরিদর্শনে আসেন অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী (বাণিজ্য ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রী)। পথ রোধ করে দাড়ালেন শেখ মুজিব স্কুল ও হোস্টেল নির্মাণ ও সংস্কারের দাবিতে। এই সাহসিকতায় মুগ্ধ হলেন সোহরাওয়ার্দী।

১৯৩৯ সাল। গোপালগঞ্জের (সোহরাওয়ার্দী) এক জনসভায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির মিথ্যে অভিযোগে কারাবরণ করেন।

১৯৪৪ সাল। কলকাতার ইসলামিয়া কলেজের উচ্চমাধ্যমিকের ছাত্র শেখ মুজিব একটু একটু করে রাজনীতির সাথে জড়িয়ে পড়েন।

১৯৪৭ সাল, দেশ বিভাগ। শেখ মুজিব ভর্তি হলেন ঢাকায় আইন বিভাগে। স্বাধীনচেতা ও প্রতিবাদী ছাত্র যুবকদের নিয়ে গঠন করেন- পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক লীগ।

১৯৪৮- ১৯৭১ সাল। শেখ মুজিব এ সময় রাজনৈতিক অঙ্গনে তৎপর ছিলেন।

১৯৪৮ বাংলা ভাষার জন্য আন্দোলন।

১৯৪৯ আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠন, খাদ্যের দাবিতে ঢাকায় ভুখা মিছিল । ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধস্তন কর্মচারীদের স্বার্থরক্ষার নেতৃত্ব দিতে গিয়ে কারাবরণ করেন।

১৯৫১ পাকিস্তানের খসড়া মূলনীতির বিরোধীতা।

১৯৫২ ভাষা আন্দোলনকারীদের ওপর গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে করাগারে অনশন।

১৯৫৩ যুক্তফ্রন্ট গঠন।

১৯৫৪ যুক্তফ্রন্টের একুশ দফার বিজয়।

১৯৫৫ অসাম্প্রদায়িক দল হিসেবে আওয়ামীলীগের আত্মপ্রকাশ

১৯৫৬ স্বায়ত্বশাসনের দাবি ও সাংবিধানিক সংস্থা সাম্যের বিরোধীতা

১৯৫৭ কাগমারী সম্মেলনে মন্ত্রীত্ব থেকে পদত্যাগের ঘোষণা।

১৯৫৮ আইয়ুব খানের সামরিক শাসনে কারাবাস।

১৯৬২ আইয়ুবী সংবিধানের বিরোধীতা এবং ডেমোক্রেটিক প্রার্থী থেকে পদত্যাগ

১৯৬৪ আওয়ামীলীগের পুনরুজ্জীবন

১৯৬৫ পাক ভারত যুদ্ধে পূর্ব পকিস্তানের অনিরাপত্তা জনিত অবস্থার পর্যবেক্ষণ

১৮৬৬ ছয়দফা দাবির প্রস্তাব

১৯৬৭ মামলায় অভিযুক্ত

১৯৬৮ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা

১৯৬৯ গণঅভ্যুত্থান ও আগরতলা মামলা প্রত্যাহার

১৯৭০ ঘূর্ণিঝড় পরবর্তী ত্রাণ কাজে সরকারের অবহেলা ও সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামীলীগের বিজয়।

স্বাধিকার ও স্বাধীনতা আন্দোলন। ৭ই মার্চ ভাষণ, ২৫ মার্চ কালোরাত্রি, শেখ মুজিবুরের কারাবরণ।

১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন এবং প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। যুদ্ধ

বিধস্ত দেশকে গড়ে তুলতে তিনি ছিলেন প্রত্যয়ী।

- গৃহহারা জনগণের পুর্নবাসন, খাদ্য যোগান।
- দেশব্যাপী যোগাযোগ ব্যবস্থার পুর্নগঠন
- শূন্য বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ নিয়ে বৈদেশিক বাণিজ্যের স্বপ্ন দেখেছেন।
- কর্মহীন জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা
- তিনি খুব অল্প সময়ে দেশকে একটি সংবিধান দিয়েছেন । জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা ,সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্র এই চারটি মূলনীতির উপর ভিত্তি করে রচিত হলো সংবিধান।
- যুদ্ধ বিধস্ত একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন দেশের অভ্যন্তরে ব্যাংক, বীমা,পাট শিল্প, চিনি শিল্প অভ্যন্তরীণ ও উপকুলীয় নৌ পরিবহণ ব্যবস্থা,বাংলাদেশ বিমান, জাহাজ কর্পোরেশন জাতীয়করণ করেন।
- যোগাযোগ ব্যবস্থার পুনপ্রতিষ্ঠা এবং চট্টগ্রাম বন্দরকে জাহাজ চলাচলের উপযোগী করে তুলতে সোভিয়েত সহযোগিতা গ্রহণ করেন।
- পূর্নবাসন,জনস্বাস্থ্য, শ্রমখাতেও নজর দেন। যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের ভাতার ব্যবস্থা করেন।
- জাতীয় মসজিদ নির্মাণ, মাদ্রাসাবোর্ড স্থাপন করেন।
- কিছু খাস জমি ভূমিহীনদের মধ্যে বিতরণ, লবণকর প্রত্যাহার, সার্টিফিকেট প্রথা প্রত্যাহার, ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা প্রত্যাহার এবং বকেয়া খাজনা মওকুফ।
- ১৯৭২-৭৩ এ পুলিশ বাহিনী সংখ্যায় ও শক্তিতে ছিল দুর্বল। ছিল শুধু থ্রি নট থ্রি রাইফেল,যানবাহন প্রায় ছিলই না। দেশের নিরাপত্তার সার্থে পুলিশ বাহিনীর প্রয়োজনীতা উপলব্ধি করে বঙ্গবন্ধু সর্বপ্রথম ভারত থেকে১০টি জিপ গাড়ি ঢাকা পুলিশকে প্রদান করেন। এসময় ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশকে লন্ডন মেট্রোপলিটন পুলিশের মতো গড়ে তুলতে নির্দেশ দেন। এসময় পুলিশ বাহিনীর প্রশিক্ষণের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে সরকার চারটি ট্রেনিং সেন্টার খোলার নির্দেশ দেন। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে প্রশিক্ষণের জন্য টাঙ্গাইলের মহেরা জমিদার বাড়িতে, খুলনার খালিশপুর, রংপুরে এবং নোয়াখালীর মাইজদীতে নতুন ট্রেনিং স্কুল হয়। ঢাকা উত্তরা, মিরপুরে কয়েকশত জমি অধিগ্রহণ হয়। গড়ে ওঠে আমর্ড পুলিশ ব্যাটালিয়ান। নৌ পথে চুরি ডাকাতি ছিনতাই রাহাজানি রোধে গড়ে তুলেন নৌ পুলিশ।
- তিনি জানতেন শিক্ষা ছাড়া জাতি গঠন সম্ভব নয়। তাই সারা দেশে বিনা বেতনে সকল শিশুকে দিতে হবে একই মাপের শিক্ষা সমাজে সকলের বেড়ে ওঠার নিরাপত্তা ও সুযোগ নিশ্চিত করতে প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। সংবিধানের ১৭ অনুচ্ছেদে রাষ্ট্রের পরিচালনায় দেশব্যাপী একই মাপের সার্বজনীন ও বেতনহীন প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার উদ্যোগ নেন। আর্থিক সংকট, ত্রান ও পুনর্বাসনের চাপ, নিস্তব্ধ কল- কারখানা, কৃষি পুর্ণবাসন জুরুরি, কর আদায়ের সুয়োগ তৈরি হয়নি তবুও দেশের সকল শিশুর শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করতে তিনি ছিলেন বদ্ধ পরিকর। সকল সীমাবদ্ধতা জেনেও প্রাথমিক শিক্ষা ও সাক্ষরতাকে নাগরিক অধিকার মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় তিনি অবিচল ছিলেন। ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়নে কুদরত-ই কুদা কমিশন বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য একটি গণতান্ত্রিক অধ্যাদেশ (১৯৭৩), বয়স্ক শিক্ষাক্রম স্থাপনের মাধ্যমে নিরক্ষরমুক্ত সমাজ গঠনের পরিকল্পনা করেন।
- কৃষক ও কৃষি উন্নয়নই দেশের অর্থনৈতিক শক্তি। গবেষণা ও আধুনিক প্রযুক্তি ছাড়া কৃষি উন্নয়ন সম্ভব নয়। ১৯৭০ সালে গাজীপুরে গড়ে তুলেন ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট। ১৯৭৩ সালে এ্যাক্ট পাসের মাধ্যমে স্বীকৃতি দেয়া হয়। ধান গবেষণার এই প্রতিষ্ঠানের সাফল্য অসাধারণ। কৃষি বিষয়ক কর্মকর্তাদের দ্বিতীয় শ্রেণি থেকে প্রথম শ্রেণির মর্যাদা দেয়া হয়।

১৯৭২ সালে (১৩মার্চ) ভারতীয় সেনাবাহিনীকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই স্বদেশে ফেরত পাঠিয়েছেন। আর্ন্তজাতিক অঙ্গনে নিজের অবস্থান এরকম নানাবিধ সমস্যা নিয়ে দেশ গড়ার সোনার বাংলা গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৭২ - কমনওয়েলথ, জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন ১৯৭৩, ১৯৭৪ জাতিসংঘের সদস্য পদ লাভ, ১৯৭৪ - ইসলামী সম্মেলন সংস্থার সদস্যপদ, বঙ্গবন্ধুর কূটনৈতিক প্রজ্ঞার পরিচয়। ১৯৭৪ থেকে অমীমাংসীত সীমান্ত সমস্যার সমাধান, সমুদ্র সীমার নীতি নির্ধারণ, গঙ্গার পানিবন্টন চুক্তি,বাণিজ্যচুক্তি, ১৯৭৪ এ লাহোরে ইসলামী সম্মেলন সংস্থার শীর্ষক সম্মেলনে অংশগ্রহণ। বিশ্ব সভায় বাংলাদেশের স্বীকৃতি, যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন, জাপান দেশ সফর - যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশের উন্নয়নে বঙ্গবন্ধুর অর্ন্তদৃষ্টির পরিচয়। ১৯৭২ সাল - দেশ শাসনের দায়িত্বভার গ্রহণ করেই তিনি সংসদীয় গণতন্ত্র প্রণয়ন করেন। ১২ জানুয়ারি তিনি প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন, বিচারপতি আবু সাইদ চৌধুরি রাষ্টপতি, ১৭ জানুয়ারি মন্ত্রীসভা গঠন করেন।

১৯৭৩ - সংবিধানের অধীনে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় । ৭ই মার্চ ৩০০ আসনের মধ্যে ২৯৫ আসন পায় আওয়ামীলীগ এ সময় দেশে শুরু হয় ষড়যন্ত্রকারীদের বিশৃঙ্খলা।

১৯৭৪ - প্রাকৃতিক দুর্যোগ সর্বগ্রাসী বন্যা শেষে দুর্ভিক্ষের মোকাবেলা

১৯৭৫ - বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামীলীগ বাকশাল গঠন। ২৪ ফ্রেব্রুয়ারি রাষ্ট্রপতি পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন বঙ্গবন্ধুর রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ ২৫ জানুয়ারি।

১৯৭৫ - ১৫ আগস্ট একটি অধ্যায়ের সমাপ্তি ।

এই ছিল একজন অসাধারণ ব্যক্তিত্বের কথা। জীবনের প্রতিটি মূহর্ত কাটিয়েছেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে, রাজনীতি করেছেন বাংলার মানুষের জন্য । ভালোবেসেছেন বাঙলা, বাঙালি,বাংলা ভাষা এবং বাংলাদেশকে। স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি, স্বাধীনতা সংগ্রামের মহানায়ক, সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ।

তাঁর প্রতি আমার, আমাদের শ্রদ্ধা।

লেখক:
প্রফেসর ড. আরেফিনা বেগম- লিডার ট্রেনার
কমিশনার, বাংলাদেশ স্কাউটস রংপুর
জেলা রোভার।

আমার দেখা দক্ষিণ কোরিয়ায় অনুষ্ঠিত ২৫তম বিশ্ব স্কাউট জাম্বুরী

০১. যাচ্ছি দক্ষিণ কোরিয়ার জেলোবাক ডিও প্রদেশের অন্তর্গত সায়েমেন্তমে অনুষ্ঠিত ১২দিন ব্যাপী (০১.০৮.২০২৩-১২.০৮.২০২৩ খ্রি.) ২৫তম বিশ্ব স্কাউট জাম্বুরীতে যোগ দিতে। বাংলাদেশ স্কাউটস এর নন্দিত স্কাউট কিংবদন্তি প্রধান জাতীয় কমিশনার ড.মো. মোজাম্মেল হক খান এর সুযোগ্য নেতৃত্ব-নির্দেশনায় এবারের বিশ্ব স্কাউট জাম্বুরীর সর্ববৃহৎ আসরে বাংলাদেশ কন্টিনজেন্টের হয়ে সবচেয়ে বড়ো দল যাচ্ছে দক্ষিণ কোরিয়ায়। ৭১০ জন। হেড অব কন্টিনজেন্ট হিসেবে নেতৃত্বে আছেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় কমিশনার (আন্তর্জাতিক) হাস্যোজ্জ্বল, প্রাণোচ্ছল প্রিয়মুখ মো: মাহমুদুল হক। ডেপুটি হাব চীফ হিসেবে আছেন মোহাম্মদ আতিকুজ্জামান রিপন(প্রোগ্রাম), প্রধান সমন্বয়কারী হিসেবে আছেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় কমিশনার কাজী নাজমুল হক (সমাজ উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য), দলে আছেন যথাক্রমে জাতীয় কমিশনার সারোয়ার মোহাম্মদ শাহরিয়ার (স্ট্র্যাটিজিক প্লানিং ও গ্রোথ), ফেরদৌস আহমেদ (এডাল্ট ইন স্কাউটিং), আই,কে সেলিম উল্লাহ খোন্দকার (এক্সটেনশন স্কাউটিং)। জাতীয় উপকমিশনারদের মধ্যে রয়েছেন: নুরুল ইসলাম (আন্তর্জাতিক), মোহাম্মদ মঈনুদ্দিন মিয়া (মঈনুদ্দিন মানু)(মিডিয়া এন্ড পাবলিকেশন), খান মো: পীর-ই-আযম আকমল (আন্তর্জাতিক), মোহাম্মদ শাহীন এলটি (সমাজ উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য), শরীফ আহমেদ কামাল (এডাল্ট রিসোর্সেস) মোহাম্মদ আমির শাদ বিন শামস (প্রোগ্রাম), মশিউর রহমান (প্রোগ্রাম), শারমিন নাসিমা বানু (মেম্বারশিপ রেজিস্ট্রেশন), ফাহমিদা (গার্ল ইন স্কাউটিং), ফরিদা ইয়াসমিন (ফাউন্ডেশন), জুনায়েদ (ফাউন্ডেশন) ও শামীম আরা (গার্ল ইন স্কাউটিং) প্রমুখ।

দক্ষিণ কোরিয়া উত্তর-পূর্ব এশিয়ার একটি দেশ যা কোরীয় উপদ্বীপের দক্ষিণাংশ নিয়ে গঠিত। এর সরকারি নাম কোরীয় প্রজাতন্ত্র । দক্ষিণ কোরিয়ার

উত্তরে উত্তর কোরিয়া, পূর্বে জাপান সাগর, দক্ষিণে ও দক্ষিণ-পূর্বে কোরিয়া প্রণালী, যা জাপান থেকে দেশটিকে পৃথক করেছে এবং পশ্চিমে পীত সাগর। সউল হচ্ছে দক্ষিণ কোরিয়ার বৃহত্তম শহর ও রাজধানী।দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষে কোরীয় উপদ্বীপের উত্তর অংশটি সোভিয়েত ইউনিয়নের সেনারা এবং দক্ষিণ অংশটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেনারা দখলে রেখেছিল। ১৯৪৮ সালে উত্তর কোরিয়া ও দক্ষিণ কোরিয়া রাষ্ট্রদ্বয়ের আবির্ভাব হয়। ১৯৫০-১৯৫৩ সালে কোরীয় যুদ্ধের পরে ধ্বংসপ্রায় দক্ষিণ কোরিয়া ১৯৯৩ সালে এসে বিশ্বের সবচেয়ে বড় অর্থনীতিগুলির একটিতে পরিণত হয় এবং সেই সঙ্গে এশিয়ান চার ড্রাগনে পরিণত হয়। দেশটির আয়তন ১,২০,৫৩৮ বর্গকিলোমিটার। যে সকল জনগোষ্ঠী ধর্মের সাথে সম্পৃক্ত তাদের মাঝে প্রায় ১৯ শতাংশ প্রটেস্ট্যান্ট মতবাদের খ্রিস্টান। এছাড়াও ২৫.৫ শতাংশ বৌদ্ধ ও ৭.৯ শতাংশ ক্যাথলিক মতবাদের অনুসারী। খুবই অল্প সংখ্যক কোরীয় নাগরিক কনফুসীয় ধর্ম, ওন বৌদ্ধ মতবাদ, ছন-দো মতবাদ, দেসান জিনরি-হো মতবাদ মেনে চলে। যুব সমাজের অন্ততঃ ৬৫ শতাংশের বেশি জনগোষ্ঠী কোনো ধরনের ধর্মের সাথে সম্পৃক্ত নয়।

কোরীয় উপদ্বীপের দক্ষিণ অংশে অবস্থিত দক্ষিণ কোরিয়ায় ইসলাম একটি সংখ্যালঘু ধর্ম। সেখানকার অধিকাংশ মুসলিম সিউলে বসবাস করে। তবে সারা দেশেই কয়েকটি মসজিদ রয়েছে। কোরিয়া মুসলিম ফেডারেশনের মতে দক্ষিণ কোরিয়ায় প্রায় ১,০০,০০০ মুসলমান বাস করে এবং তাদের ৭০ থেকে ৮০ শতাংশ বিদেশী এবং মোট মুসলিম জনসংখ্যার ৪০% সিউলে বাস করে। কোরিয়ায় বসবাসকারী জনসংখ্যা ৫কোটি ১০ লক্ষের উপরে। দক্ষিণ কোরিয়া কে-পপ, সুস্বাদু কোরিয়ান খাবার, প্রাচীন মন্দির এবং গতিশীল

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের স্কাই লাউঞ্জে আমি আর জহির (২৯.০৭.২০২৩ খ্রিস্টাব্দ)

উৎসবের জন্য বিখ্যাত।

দিন- শনিবার তারিখ ২৯.০৭.২০২৩খ্রি.। চায়না ইস্টার্ন এয়ার লাইনসের টিকিট হাতে। ঢাকা ছাড়তে হবে দুপুর ২:৫৫ মিনিটে। সাথে আছে স্কাউট সহকর্মী পিআরএস জহির আহমেদ সরকার। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ স্কাউটস এর হেড কোয়ার্টার থেকে স্কাউট সামগ্রী যথারীতি সংগ্রহ করা হয়েছে। কাঁঠালবাগানের বাসা থেকে ঠিক দশটায় রওনা হলাম শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের উদ্দেশ্যে। পথে ফার্মগেটে আশুরার মিছিলে বাঁধা পড়লো অন্য গাড়ির সাথে আমাদের গাড়িও। আমাদের বলছি এইজন্য যে,বড়ো ছেলে সাফিন,সাফিনের স্ত্রী প্রমা আর ছোট ছেলে রিশাদও আছে গাড়িতে। ওরা আসছে আমাকে এয়ারপোর্ট অবধি এগিয়ে দিতে। ঐ যে বললাম গাড়ি বাঁধাগ্রস্হ। চলছে না। চার ঘন্টা আগে পৌঁছে বোর্ডিং ইমিগ্রেশনসহ আনুসঙ্গিক কাজ শেষ করতে যেন বিলম্ব না হয় তার জন্য একটা নির্দেশনা ছিলো জাম্বুরী কন্টিনজেন্ট ম্যানেজমেন্ট কমিটির। ঢাকার রাস্ড়য় কালও ছিলো সরকা-রি-বিরোধী দলের সমাবেশ। আজও আছে বিরোধী দলের ঢাকা ঢোকার পয়েন্টে পয়েন্টে বাধা। প্রথমে ভাবলাম বিক্ষোভকারীদের বাধা। পরে দেখি আকাশ ছোঁয়া পতাকায় আশুরার মিছিল। ধীর গতি গাড়ি একসময় দাঁড়িয়ে পড়লো। পরে জানলাম ভিআইপি যাচ্ছেন। এম্বুলেন্সের গাড়ি, জরুরী

প্রয়োজনের গাড়িগুলো নির্বোধ আর অসহায়ের মতো ঠায় দাঁড়িয়ে। বিজয় সরণি'তেই লেগে গেলো ঘন্টা খানেক। শেষমেশ চার ঘন্টা আগে না পৌঁছতে পারলেও দুশ্চিন্তায় পড়তে হয় নি। এয়ারপোর্টে জহির আগে এসে আমার জন্য অপেক্ষা করছিলো। ওর সৌজন্য-সান্নিধ্য আর সহায়তায় ঢাকা এয়ারপোর্টে শেষ করি বোর্ডিং, ইমিগ্রেশন কার্যাদি। এরপর প্লেনে ওঠার আগ পর্যন্ত বিমান বন্দরের স্কাই লাউঞ্জে ভিআইপি মর্যাদায় আপ্যায়িত হই আমরা। এরই মধ্যে লাউঞ্জে দেখা করে গেলো জনতা ব্যাংক এয়ারপোর্ট বুথের ম্যানেজার ফয়সাল ও অফিসার সামি। স্কাই লাউঞ্জের ম্যানেজার নাজমুল ও সুদর্শন সহকারী বিভঙ্করের আথিথেয়তা কোরিয়া ভ্রমণের প্রারম্ভিককে সমুজ্জ্বল আভায় বিকশিত করলো।

০২. চায়না ইস্টার্ন এয়ারলাইনস ২:৫০ মি:এ ঢাকার আকাশে তার ডানা মেলে। কোথাও শুভ্র আকাশ কোথাও মেঘের খন্ড খন্ড ভেলায় বাতাস কেটে কেটে আকাশ পাড়ি দিচ্ছি। ঢাকার আকাশে উড়ন্ত বিমানে বসে ভাবছি এই বিমানে তো আমার আর জহিরের সাথে ড. শাহাদাৎ এরও সঙ্গী হওয়ার কথা ছিলো। ড.শাহাদাৎ হোসেন মাহমুদ, সরকারের সাবেক অতিরিক্ত সচিব হিসেবে বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত। চাকরিকা-লীন সবশেষে ছিলেন স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিটের মহাপরিচালক। বর্তমানে তিনি ইউএনওপিএস এর সিনিয়র এডভাইজার। বাংলাদেশ স্কাউটস এর গবেষণা ও মূল্যায়ন বিষয়ক জাতীয় কমিটির সদস্য। তিনি সম্পর্কে আমার ঘনিষ্ট সহপাঠী বন্ধু পাবনা ক্যাডেট কলেজের প্রিন্সিপাল (অব:) এনায়েত হোসেন মাহমুদ এর ছোট ভাই হিসেবে আমারও ছোট ভাই,স্বজ্জন,শুভাকাঙ্ক্ষী-,বন্ধু।কথা ছিলো এবারের ২৫তম বিশ্ব স্কাউট জাম্বুরীতে দু'জন পরস্পরের সফরসঙ্গী হবো। দু-দুবার বিমানের টিকেট বদলে শেষমেশ চায়না ইস্টার্নের টিকেটে কোরিয়া ভ্রমণের কথা ছিলো। বিশ্ব স্কাউট জাম্বুরীতে যাওয়ার জন্য কোরিয়ান ভিসাসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক,প্রাসঙ্গিক সকল বিষয়াদি সম্পন্নকরণও ছিলো চূড়ান্ত । কিন্তু বাধ সাধলো ওর ইইএনও অফিস।-সরকারের সাথে জরুরি মিটিং সিডিওল থাকাতে শেষ মুহূর্তে লন্ডভন্ড হলো তার কোরিয়া সফর।মন খারাপ হলো আমার মন খারাপ হলো জহিরের। কোরিয়া ভ্রমণে তাঁর অনুপস্থিতি আমাকে বিষন্নে ভরিয়ে দিলো। উড়ন্ত বিমানে শুভ্র মেঘের ভেলায় শাহাদৎ উড়ে না বেড়ালেও ও যেন আমার সহযাত্রী হয়েই আমার অন্তরময়তায় মিশে রইলো।

চীনের সময় ১৯:০০টায় পৌঁছে যায় কুনমিং এ আমাদের চায়না ইস্টার্ণের বিমান। কুনমিং চ্যাংশুই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর (আইএটিএ: কেএমজি, আইসিএও: জেডপিপিপি) হল প্রাথমিক বিমানবন্দর, যা চীনের ইউনান প্রদেশের রাজধানী কুনমিং-এর উড়ান পরিষেবা প্রদান করে। বিমানবন্দরটি শহরের কেন্দ্র থেকে ২৪.৫ কিমি (১৫.২ মা) উত্তর-পূর্বে একটি গ্রেডেড পাহাড়ি এলাকায় সমুদ্রপৃষ্ঠের প্রায় ২,১০০ মি (৬,৯০০ ফু) উপরে অবস্থিত। এখানে যাত্রা বিরতি ২:৫৫ মি:। এখান থেকে বিমানে যাব চায়নার আরেক শহর ইয়ানটাই। কুনমিং ডিপার্চার আমাদের জন্য খুব সুখকর হলো না। কিউআর কোড সংযোগসম্পন্নে আমাদের স্কাউট কন্টিনজেন্টের অনেকের সাথে আমরাও গলদঘর্ম হলাম। পারস্পরিক সহযোগিতায় কুনমিং এয়ারপোর্টের সকল আনুসঙ্গিকতা শেষ করেও অপেক্ষা করতে হলো ইয়ানটাই এর চায়না ইস্টার্নের ফ্লাইট নম্বর এমইউ-৬৪২৬ ধরতে কিন্তু ভাগ্য অপ্রসন্ন, ফ্লাইট লেট। কতক্ষণ লেট হবে ডিউটি অফিসার নিশ্চায়ন না করেই কাগজের সাটকানো নোটিশে বলে দিলো -নো টাইম অর্থাৎ কখন উড়বে বিমান বলা যাবেনা। এরই মধ্যে অপেক্ষমান যাত্রীদের জন্য কম্বল, খাবার সরবরাহ করা হলো। অনুমান করলাম আসন্ন সংকট আরে ঘনীভূত হলো। সংকট সহসা কাটবেনা। চেয়ারে-বেঞ্চে এপাশ-ওপাশ করলেও ঘুম তো এলোই না তন্দ্রাও এলো না।এরই মধ্যে জহির আরও একখানা কম্বল যোগাড় করলো ফ্লোরে শুবার জন্য। কিছুক্ষণ বৃথা চেষ্টা করলো। কিন্তু তার বৃথা চেষ্টা বৃথাই রয়ে গেলো।

কুনমিং এ বাংলাদেশের ১৭ টায় অর্থাৎ দুই ঘন্টা এগিয়ে চীনের ১৯:০০ টায় পৌছলেও চীনের কুনমিং এয়ারপোর্টের রজনী শুরু হলো অস্থির এক অজানা দুর্ভাবনায়। দুর্ভাবনাটা প্রকট হলো এই জন্য যে, যদি ফ্লাইট বিলম্বের কারণে কুনমিং থেকে ইয়ানটাই এর ৮:৩০ এর কানেক্টিং ফ্লাইট

কুনমিং এয়ারপোর্টে লেখক

না ধরতে পারি তাহলে কী হবে!! জহির অভয় দিয়ে বললো ইনশাআল্লাহ সমস্যা হবে না। আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে আমার যাতায়াত নেই বললেই চলে। ২০১৩ খ্রিস্টাব্দে জনতা ব্যাংক লিমিটেড থেকে একটি প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য মালয়েশিয়া এবং ২০১৭ খ্রিস্টাব্দে সৌদি আরবে হজ্জব্রত পালনের সময় বিমানে ভ্রমণ করেছিলাম। সেইটুকু পুঁজির দৈন্যদশার অভিজ্ঞতায় ভর করে জহিরের ওপর আস্থা রেখে সম্পূর্ণরূপে নিজেকে সমর্পণ করি। আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে প্রায় বিশ দেশ যাতায়াতের চাক্ষুস অভিজ্ঞতা রয়েছে জহিরের। ৩ ঘন্টা ২৫ মিনিট লে ওভার অতিক্রম করে ২২:৩০ মিনিটের ফ্লাইট কুনমিং ছাড়লো ৩:০০ টায়। অস্থির মন এখন খানিকটা স্থির হলো।এবার যাচ্ছি চীনের আরেক শহর ইয়ানটাই। চীনের আকাশে এবার দ্বিতীয়বার ভ্রমণের স্বাদ পেলাম।

লেখক:
মঈনুদ্দিন মানু
জাতীয় উপকমিশনার
(মিডিয়া এন্ড পাবলিকেশনস)
বাংলাদেশ স্কাউটস ও
সাবেক ডিজিএম জনতা ব্যাংক লিমিটেড।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উপাধি, প্রাপ্তি ও পুরস্কার

১৯৬৯ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারি তৎকালীন কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সাহেরাওয়ার্দী উদ্যান) আয়োজিত সম্মেলনে ডাকসু ভিপি তাফোয়েল আহমেদ শেখ মুজিবকে "বঙ্গবন্ধু" উপাধিতে ভূষিত করেন।

আ. স. ম. আবদুর রব ১৯৭১ সালের ৩রা মার্চ শেখ মুজিবুর রহমানকে জাতির জনক হিসেবে উল্লেখ করেন। পরবর্তীকালে ২০১১ সালে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী অনুযায়ী তাঁকে সাংবিধানিকভাবে বাংলাদেশের জাতির পিতা" হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে।

২০০৪ সালে বিবিসি বাংলার পক্ষ থেকে সারা বিশ্বে পরিচালিত জরিপে শেখ মুজিবুর রহমানকে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি হিসেবে নির্বাচিত করা হয়।

২০১৯ সালের ১৬ই আগস্ট জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশন আয়োজিত জাতীয় শোক দিবসের অনুষ্ঠানে কূটনীতিকেরা তাঁকে 'বিশ্ব বন্ধু' (ফ্রেন্ড অব দ্যা ওয়ার্ল্ড) হিসেবে আখ্যা দেয়।

বিশ্ব শান্তি পরিষদ শেখ মুজিবুর রহমানকে 'জুলিও ক্যুরি' শান্তি পুরস্কারে ভূষিত করে। ১৯৭৩ সালের ২৩শে মে ঢাকায় অনুষ্ঠিত এশীয় শান্তি ও নিরাপত্তা সম্মেলনের দ্বিতীয় দিন বিশ্ব শান্তি পরিষদের তৎকালীন মহাসচিব রমেশ চন্দ্র তার হাতে এই পুরস্কার তুলে দেন। এটি বাংলাদেশের পক্ষে প্রথম আন্তর্জাতিক পদক।

১৯৭১ সালের ৫ই এপ্রিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউজউইক ম্যাগাজিন শেখ মুজিবুর রহমানকে "রাজনীতির কবি" বলে আখ্যায়িত করে লিখে, "তিনি লক্ষ লক্ষ মানুষকে আকর্ষণ করতে পারেন, সমাবেশে এবং আবেগময় বাগিতায় তরঙ্গের পর তরঙ্গে তাদের সম্মোহিত করে রাখতে পারেন। তিনি রাজনীতির কবি।" কিউবার নেতা ফিদেল কাস্ত্রো ১৯৭৩ সালের জোট-নিরপেক্ষ সম্মেলনে শেখ মুজিবের ব্যক্তিত্বকে হিমালয় পর্বতমালার সাথে তুলনা করে বলেন: "আমি হিমালয় দেখিনি তবে আমি মুজিবকে দেখেছি। ব্যক্তিত্ব ও সাহসিকতায় তিনি হিমালয়ের মতো।"

১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ নির্বাচিত হয়ে ফিরে আসার পর ১৫ই আগস্টকে জাতীয় শোক দিবস হিসেবে পালন করা হয়। তবে ২০০১ সালে বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার গঠন করলে এ ধারাবাহিকতায় ছেদ ঘটে। তারা রাষ্ট্রীয়ভাবে দিবসটি পালন বাতিল করে দেয়। পরে ২০০৭ সালে সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার আবারও রাষ্ট্রীয়ভাবে শেখ মুজিবুর রহমানের মৃত্যুবার্ষিকী পালন করার সিদ্ধান্ত নেয়।

২০০৩ সালে শেখ মুজিবুর রহমানকে স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মাননা স্বাধীনতা পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। ২০২০ সালে ভারতের সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় "মহাত্মা গান্ধীর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে বাংলাদেশ স্বাধীন করে দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উত্তরণে অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে শেখ মুজিবুর রহমানকে গান্ধী শান্তি পুরস্কার প্রদান করে। এ পুরস্কারের বিচারকণ্ডলীর প্রধান ছিলেন মোদি। মহাত্মা গান্ধীর ১২৫তম জন্মবার্ষিকীর বছর ১৯৯৫ সাল থেকে ভারত সরকার প্রতি বছর গান্ধী শান্তি পুরস্কার দিয়ে আসছে। গান্ধীর অহিংস নীতি পালন এবং সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনে অবদানের জন্য এ পুরস্কার দেওয়া হয়। গান্ধী পুরস্কারের অর্থমূল্য ১ কোটি রুপি, সঙ্গে দেওয়া হয় মানপত্র ও ঐতিহ্যপূর্ণহস্তশিল্প সামগ্রী। ২০১৭ সালের ৩০শে অক্টোবর ইউনেস্কো শেখ মুজিবের ৭ই মার্চের ভাষণকে বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্যের অংশ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।

২০২০ সালের ১১ই ডিসেম্বর জাতিসংঘ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতিবিষয়ক সংস্থার (ইউনেস্কো) নির্বাহী পরিষদের ২১০তম অধিবেশনে শেখ মুজিবুর রহমানের নামে দ্বিবার্ষিক "ইউনেস্কো-বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ইন্টারন্যাশনাল প্রাইজ ইন দ্যা ফিল্ড অব ক্রিয়েটিভ ইকোনমি" (সৃজনশীল অর্থনীতি খাতে ইউনেস্কো-বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আন্তর্জাতিক পুরস্কার) প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ২০২১ সালের নভেম্বরে ইউনেস্কোর ৪১তম সাধারণ অধিবেশনকাল থেকে পুরস্কারটি প্রদান করা হয়। জাতিসংঘের অঙ্গসংগঠন ইউনেস্কো বঙ্গবন্ধুর নামে 'ইউনেস্কো-বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ইন্টারন্যাশনাল প্রাইজ ইন দ্যা ফিল্ড অব ক্রিয়েটিভ ইকোনমি' পুরস্কার প্রবর্তন করছে। এখন পর্যন্ত ইউনেস্কো এ ধরনের ২৩টি পুরস্কার চালু করেছে। এই প্রথম ইউনেস্কো বাংলাদেশের কোনও খ্যাতনামা সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির নামে আন্তর্জাতিক পুরস্কার চালু করলো। আগামী ছয় বছর ধরে প্রতি দুই বছর পরপর ৫০ হাজার ডলার সমমানের এই পুরস্কার দেওয়া হবে। এরপর আবার জাতিসংঘের নিয়ম অনুযায়ী পুরস্কারটি নবায়ন করতে হবে। পুরস্কারটি প্রথমবারের মতো ২০২১ সালের নভেম্বরে অনুষ্ঠিত ইউনেস্কোর ৪১তম সাধারণ সভা চলাকালে প্রদান করা হয়।

আগস্ট ২০১৯ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় অনুমোদন গ্রহণের পর প্যারিসের বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ও ইউনেস্কোতে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধির মাধ্যমে ইউনেস্কো মহাপরিচালক বরাবর আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব পাঠানো হয়েছিল । ইউনেস্কো সচিবালয়ে ২০২০ সালের ২-১১ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত ৫৮ সদস্যবিশিষ্ট ইউনেস্কো নির্বাহী পরিষদের ২১০তম অধিবেশনের প্রথম পর্বে এ প্রস্তাবটি বিবেচনার জন্য ইউনেস্কো সচিবালয় উত্থাপন করে। ১১ ডিসেম্বর নির্বাহী পরিষদের পেনারি সেশনে সর্বসম্মতিক্রমে এ প্রস্তাব গৃহীত হয়। কে পুরস্কার পাবে তা পাঁচ সদস্যের জুরি নির্ধারণ করবে তবে পুরস্কার প্রদানের ক্ষেত্রে সমাজের অনগ্রসর নারী, অভিবাসী ও প্রবাসী জনগোষ্ঠীর সৃজনশীল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে প্রাধান্য দেওয়া হবে।

লেখক:
জন্মজয় কুমার দাশ
সহ সম্পাদক, অগ্রদূত
বাংলাদেশ স্কাউটস

Don't Freak out after this

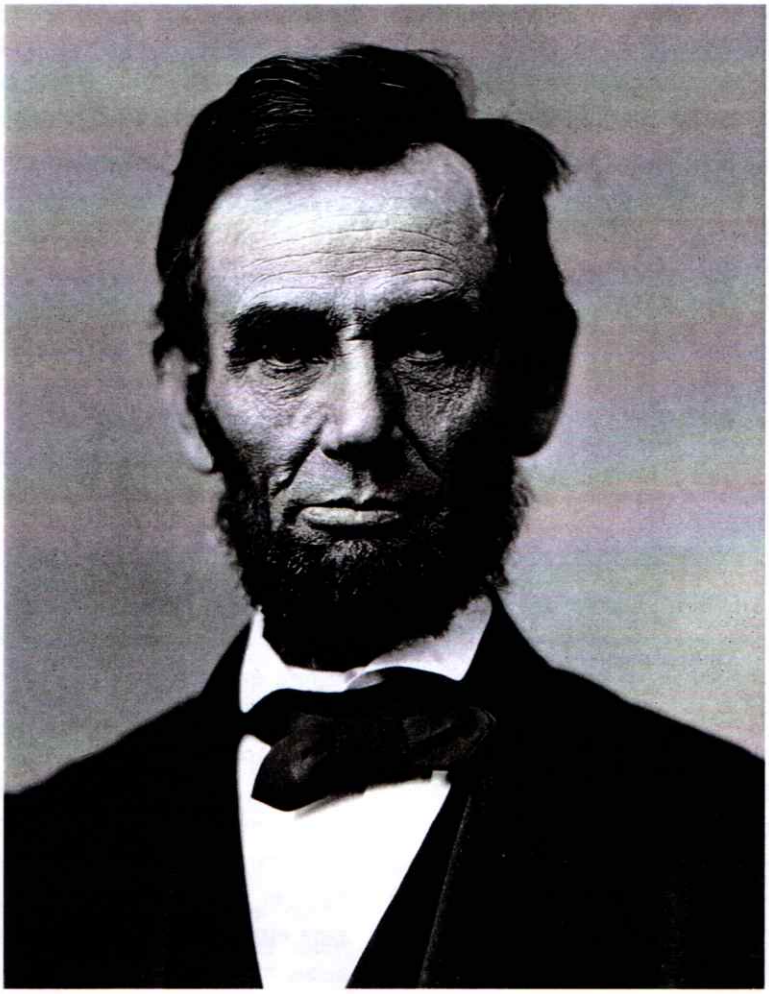

Abraham Lincoln was elected to congressman 1846. John F. Kennedy was elected to congress in 1946. Abraham Lincoln was elected President in 1860. John F. Kennedy was elected President in 1960. Both were particularly concerned with civil rights. Both wives lost their children while living the White House.

Both Presidents were shot on a Friday. Both Presidents were shot in the head. Now it gets really weird.

Lincoln's secretary was named Kennedy. Kennedy's secretary was named Lincoln.

Both were assassinated by Southerners. Both were succeeded by Southerners named Johnson.

Andrew Johnson who succeeded Lincoln was born in 1808.

Lyndon Johnson, who succeeded Kennedy, was born in 1908.

John Wilkes booth, who assassinated Lincoln, was born in 1839.

Lee Harvey Oswald. Who assassinated Kennedy was born in 1939.

Both assassins were known by their names. Both names are composed of three letters: Lincoln was shot at a the a attend named Ford Kennedy was shot in a car called Lincoln made by Ford.

Lincoln was shot in the attend and his Assam ran and hid in a warehouse. Kennedy was shot from a warehouse and his Assam fan and hid in a theater.

Booth and Oswald were assassinated before their trials.

And here's the kicker

A weak before Lincoln was shot he was in Monroe, Maryland.

A week before Kennedy was shot. He was in Marilyn, Monroe.

Collection by,
Prof. Md. Sayedur Rahman-LT
Ex. NC (Organization)
Bangladesh Scouts

বুক রিভিউ

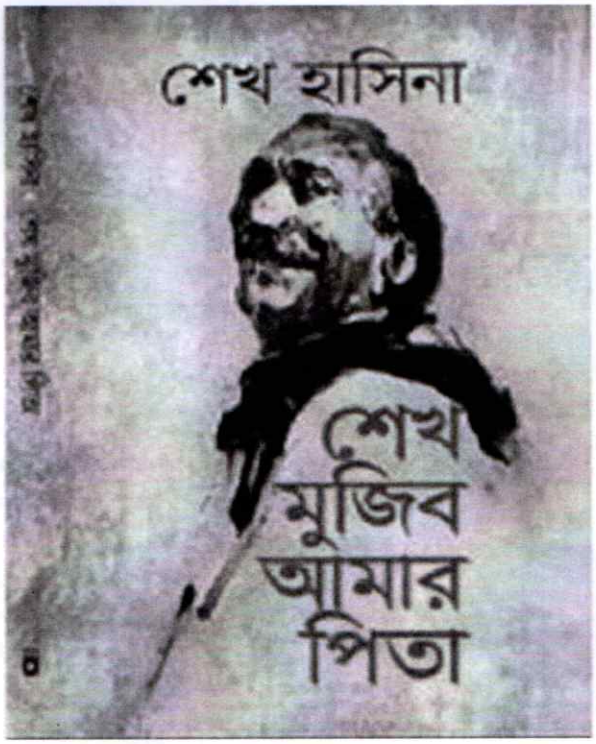

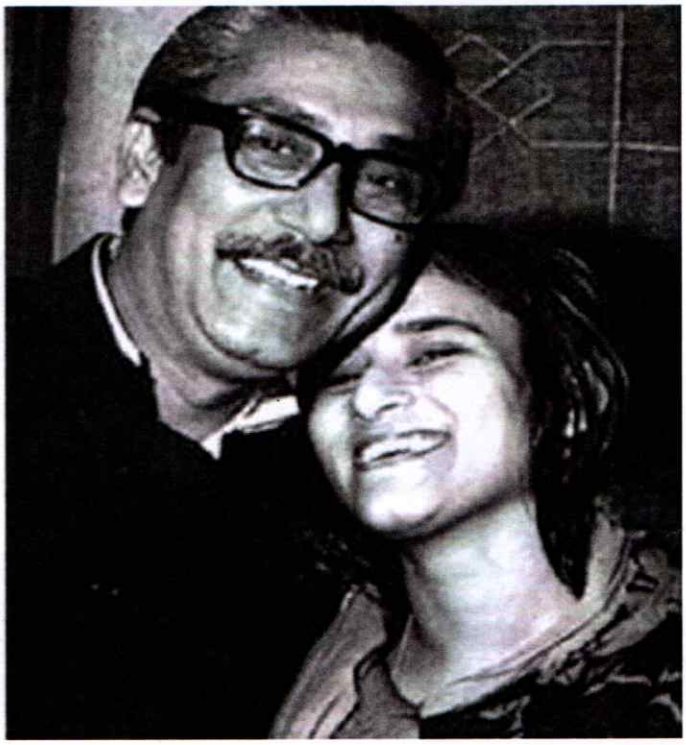

কন্যার লেখনীতে জাতির পিতা এবং তৎকালীন রাজনৈতিক সমাজ

উনিশশো একাত্তর সালে বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের রূপকার জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (১৭ মার্চ, ১৯২০, টুঙ্গিপাড়া-১৫ আগস্ট, ১৯৭৫, ঢাকা)।

আজীবন শোষণহীন এক গণতান্ত্রিক সমাজ গড়ার লক্ষ্যে কাজ করে যাওয়া এই মহান মানুষটিই যুদ্ধ শেষে কাঁধে নিয়েছিলেন বাংলাদেশ নামক বিধ্বস্ত রাষ্ট্র পুনর্গঠনের গুরুদায়িত্ব। কিন্তু মাত্র তিন বছর সাত মাস সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পরেই সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তে একাত্তরের পরাজিত অপশক্তি নিজেদের জিঘাংসা চরিতার্থ করতে নির্মমভাবে হত্যা করে জাতির পিতাকেকে। শুধু বঙ্গবন্ধু নন, নরপিশাচদের হাতে প্রাণ হারান তার স্ত্রী, পুত্র, পুত্রবধূ সহ উপস্থিত পরিবারের সদস্যরা। সেই সময় বঙ্গবন্ধু তনয়া শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা জার্মানিতে থাকায় রক্ষা পান এই নারকীয় হত্যাযজ্ঞ থেকে।

বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর দেশ গভীর ষড়যন্ত্রের জালে আচ্ছাদিত হয়। সেনাবাহিনীতে অভ্যুত্থান-পাল্টা অভ্যুত্থান চলতে থাকে। পরবর্তী শাসকেরা ক্ষমতায় এসে সমাজ-রাজনীতিতে স্বাধীনতা বিরোধীদের পুনর্বাসন করেন, ঘাতকদেরকে নিঃশর্ত দায়মুক্তি দিয়ে বঙ্গবন্ধু শাসন আমলের চেতনা ছিন্নভিন্ন করে দেয়। এসময় শেখ হাসিনাকেও দেশে ফিরতে দেয়নি তৎকালীন সরকার। ভারতে অবস্থান করে নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করেছেন তিনি। ১৯৮১ সালের ১৭ই মে তার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন আকস্মিক হলেও তাঁর নিহত জনকের শূন্যস্থান গ্রহণ ছিল যৌক্তিক পরিণতি। এই ঘটনা তদানীন্তন সামরিক স্বৈরাচারের নিশ্চয়ই অভিপ্রেত ছিল না।

কিন্তু ইতিহাসের গতি যে বড়ই বিচিত্র! যে নৃশংস প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি স্বাধীন বাংলাদেশের স্বাধীনতার মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নির্বংশ করতে চেয়েছিল, যে অন্ধশক্তি একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে সফল নেতৃত্বদানের অপরাধে চার জাতীয় নেতাকে কারাগারে পৈশাচিকভাবে

হত্যা করেছিল, তারা কি স্বপ্নেও ভেবেছিল একদিন বঙ্গবন্ধু কন্যা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াতেই ক্ষমতাসীন হয়ে তাদের বিচার করবেন? পঁচাত্তরের ঘাতক-চক্রের জন্যে অবিশ্বাস্য হলেও তা ছিল ইতিহাসের বাস্তব সত্য!

স্বৈরাচারী সামরিক সরকারের শাসনের সেই অন্ধকার সময়ে শেখ হাসিনার লেখা দশটি প্রবন্ধ নিয়ে রচিত হয়েছে স্মৃতিকথামূলক আত্মজৈবনিক গ্রন্থ "শেখ মুজিব আমার পিতা"। কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলা ১৯৯৯-তে সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয় গ্রন্থটি। পরবর্তীকালে বাংলা একাডেমির গ্রন্থমেলা-২০১৫ উপলক্ষে আগামী প্রকাশনী বইটির বাংলাদেশ সংস্করণ প্রকাশ করে। ২০১৮ সালে অমর একুশে গ্রন্থমেলায় বইটির ইংরেজি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ১১১ পৃষ্ঠার নাতিদীর্ঘ বইটির ভূমিকা লিখেছেন জাতীয় অধ্যাপকের খেতাবপ্রাপ্ত বুদ্ধিজীবী ড. রফিক্ল ইসলাম এবং প্রস্তাবনা রচনা করেছেন ওপার বাংলার খ্যাতনামা লেখক পার্থ ঘোষ। মোট চারটি পর্যায়ে প্রবন্ধগুলো সন্নিবেশিত হয়েছে- বঙ্গবন্ধুর স্মৃতি, মুক্তিযুদ্ধ ও পারিবারিক কথা, স্মরণ-শ্রদ্ধার্ঘ্য এবং ছেঁড়া ছেঁড়া ছবি- এই নামে।

বইয়ের প্রবন্ধগুলো সবই ১৯৮৩ থেকে ১৯৯৪ সালের মধ্যে লেখা। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের পরিক্রমায় যে বছরগুলো ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, আর যে বছরগুলোতে বারে বারে পরিবর্তনের ঢেউ অশান্ত করে তুলেছে বাংলাদেশকে- তা বইটিতে ফুটে উঠেছে। প্রবন্ধগুলোতে শেখ হাসিনার হৃদয়ের রক্তক্ষরণ, তাঁর পিতার জীবন, নির্মম মৃত্যু, তদানীন্তন সমাজ-রাজনীতির ছবি এবং দিন বদলের আহ্বান দৃঢ়ভাবে উঠে এসেছে।

প্রথম পর্যায়ের তিনটি প্রবন্ধ শেখ মুজিব আমার পিতা, বঙ্গবন্ধু ও তার সেনাবাহিনী এবং ইতিহাসের জঘন্যতম হত্যাকাণ্ড এর মূল উপজীব্য বঙ্গবন্ধু স্বয়ং। শুধু মেয়ে হিসেবেই নন, পিতার রাজনৈতিক জীবনের ঘনিষ্ঠ সঙ্গী হিসেবে পিতার জীবনের নানা ঘটনার মালা গেঁথেছেন লেখিকা প্রবন্ধত্রয়ে। বঙ্গবন্ধুর নির্মম হত্যাকাণ্ডের পর ওঠা বিতর্ক নিয়ে শেখ হাসিনার এ পর্যায়ের শেষ দুটি প্রবন্ধ সচেতন পাঠকদের মনে আলোড়ন তুলবে। দ্বিতীয় পর্যায়ের তিনটি প্রবন্ধঃ স্মৃতির দখিন দুয়ার (এক এবং দুই) স্মৃতি বড় মধুর, স্মৃতি বড় বেদনার-এ ধরা পড়েছে লেখিকার স্মৃতিতে মুক্তিযুদ্ধ ও পারিবারিক কথা। প্রাণ হাতের মুঠোয় নিয়ে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলো কাটাতে হয়েছিল মুজিব পরিবারকে। সেই রুদ্ধশ্বাস অভিজ্ঞতার এক দীর্ঘ বর্ণনা আছে স্মৃতির দখিন দুয়ার এ।

বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক দর্শনসহ রাজনৈতিক জীবনের টুকরো ঘটনার উল্লেখও আছে এখানে। স্মরণ শ্রদ্ধার্ঘ্য শিরোনামে সংকলিত প্রবন্ধত্রয়ে ড.আবদুল মতিন, শহীদ জননী জাহানারা ইমাম এবং শহীদ নূর হোসেনের স্মৃতি উঠে এসেছে। এই তিনজনের কথা বলতে গিয়ে শেখ হাসিনা সাল-তারিখের ছকবাঁধা পথে হাঁটেননি, বরং প্রত্যেকর সঙ্গে পরিচয়ের সূত্রপাত থেকে কুশলতার সাথে আপন অভিজ্ঞতার আলোকে ধরা পড়া তাদের চরিত্র বৈশিষ্ট্য হৃদয়গ্রাহী করে ফুটিয়ে তুলেছেন তিনি।

বিশেষত জাহানারা ইমামকে নিয়ে লিখিত প্রবন্ধটিতে লেখিকা যেভাবে শহীদ জননীর সঙ্গে বেদনার অদ্ভুত সাযুজ্যের সন্ধান পেয়েছেন এবং তৎকালীন ঘটনাপ্রবাহের প্রেক্ষাপটে বর্ণনা করেছেন, তা সত্যিই অসাধারণ! উনিশশো একানব্বইয়ের কতগুলো স্মৃতি নিয়ে রচিত হয়েছে ছেঁড়া ছেঁড়া ছবি। একানব্বইয়ের সাইক্লোনের তাণ্ডবে যখন বহু মানুষের প্রাণ গেছে, বহু সম্পত্তির ক্ষতি হয়েছে- বিরোধী দলীয় নেত্রী হিসেবে শেখ হাসিনা তখন ছুটে গেছেন সেখানে, পিতার আদর্শ যে তাকে কতখানি প্রভাবিত করে তার অসাধারণ উপলব্ধি পাঠক পাবেন এই প্রবন্ধে। আবার প্রাকৃতিক তাণ্ডবের বীভৎসতা, বিভীষিকার মধ্যে দাঁড়িয়েও তার শিল্পীমন সজাগ হয়ে উঠেছে অস্তমিত সূর্যের আলোয় চট্টগ্রামের সমুদ্রের ফেনিল জলে মুহূর্তের মধ্যে যে রঙের খেলা শুরু হয়ে যায়, তাও চোখ

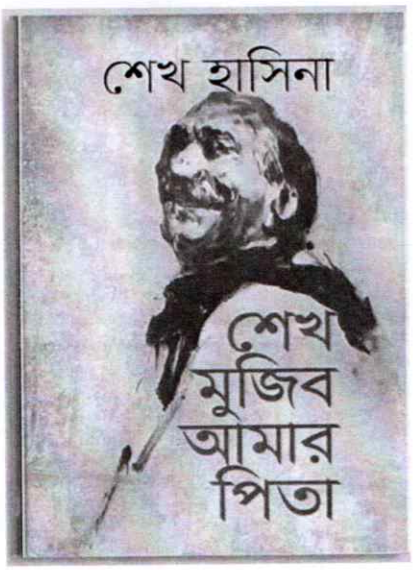

এড়ায়নি তাঁর। অপরূপ বিবরণ তিনি দিয়েছেন সেই রসাস্বাদনের।

এই বইটি পড়ার পর 'রাজনীতির মাঠে দুর্মর নেত্রী' এই পরিচয়ের পাশাপাশি সাহিত্যিক কিংবা লেখিকা শেখ হাসিনাকেও খুঁজতে উৎসাহিত হবেন পাঠক। বইটির ভাষা অত্যন্ত প্রাঞ্জল এবং সুখপাঠ্য। এর সহজ সরল ভঙ্গিতে উচ্চারিত হৃদয়স্পর্শী বয়ান পাঠককে ইতিহাসলগ্ন হতে অনিঃশেষ প্রেরণা যোগাবে। নিঃসন্দেহে রাজনীতি ও সমাজ সচেতন জ্ঞানপিপাসু পাঠককে জ্ঞানসমৃদ্ধ করবে এবং ইতিহাস নিয়ে চিন্তার খোরাক যোগাবে বইটি। দেশের যেকোন সম্ভ্রান্ত বইয়ের দোকান, পাঠাগার কিংবা অনলাইন প্ল্যাটফর্মে খোঁজ করলেই বইটির সন্ধ্যান মিলবে ।

লেখক:
জন্মজয় কুমার দাশ
সহ সম্পাদক, অগ্রদূত
বাংলাদেশ স্কাউটস

জাতীয় শোক দিবসে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর প্রতিকৃতিতে বাংলাদেশ স্কাউটস এর শ্রদ্ধা নিবেদন

ফটো গ্যালারী

জাতীয় শোক দিবসে বাংলাদেশ স্কাউটস কর্তৃক আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল আয়োজন

জাতীয় শোক দিবসে বাংলাদেশ স্কাউটস কর্তৃক আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল আয়োজন

ফটো গ্যালারী

কোরিয়াতে ২৫তম বিশ্ব স্কাউট জাম্বুরিতে বাংলাদেশ স্কাউটস এর অংশগ্রহণ
জাম্বুরিতে অংশগ্রহণ করেন মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী ডা. দীপু মনি

বিশ্ব স্কাউটস জাম্বুরীতে "বাংলাদেশ ডে" উদযাপিত
বক্তব্য রাখেন মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী ডা. দীপু মনি

ফটো গ্যালারী

চট্টগ্রামে বন্যার্তদের মাঝে ত্রান বিতরণ

রংপুরে রোভার স্কাউটদের সাঁতার ক্যাম্প অনুষ্ঠিত

ফটো গ্যালারী

ফটো গ্যালারী

পুলেরহাট যশোরে যথাযোগ্য মর্যাদায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৮ তম শাহদাতবার্ষিকী পালন

রংপুরের ৮ জেলায় আঞ্চলিক শাপলা কাব ও প্রেসিডেন্ট'স স্কাউট অ্যাওয়ার্ডের মূল্যায়ন

খুলনা অঞ্চলে কাব লিডার রিফ্রেসার্স কোর্স অনুষ্ঠিত

খুলনা অঞ্চলে ২৮৪ তম স্কাউট ইউনিট লিডার (গার্ল-ইন-স্কাউট) বেসিক কোর্স

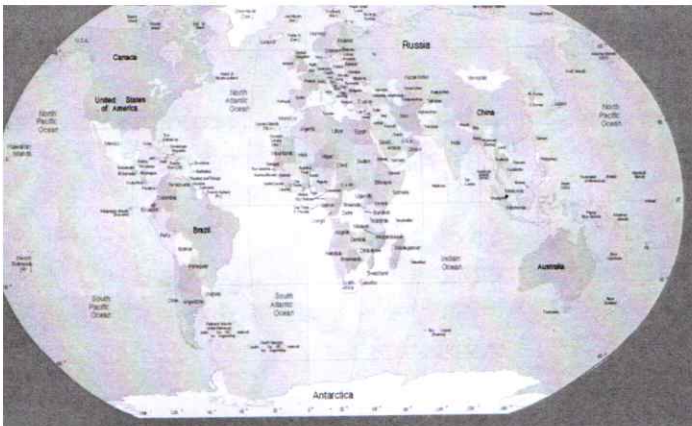

সাম্প্রতিক বিশ্ব

০১.০৮.২০২৩
আন্তর্জাতিক
- তৃতীয়বারের মতো ফৌজদারি অপরাধে অভিযুক্ত হন সাবেক- মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

০২.০৮.২০২৩
বাংলাদেশ
- দেশের সবচেয়ে বড় সৌর বিদ্যুৎকেন্দ্র উদ্বোধন ।
- প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রংপুরে ২৭টি উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটারসহ আরও পাঁচটি
প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন ।
- দেশে প্রথমবারের মতো ব্যাংক খাতের বাইরে ডিজি ই-পে সার্ভিস লিমিটেডকে ATM বুথ স্থাপনের অনুমতি দেওয়া হয় ।

০৪.০৮.২০২৩
আন্তর্জাতিক
- রাশিয়ার কারাবন্দি বিরোধীদলীয় নেতা অ্যালেক্সি নাভালনিকে আরও ১৯ বছরের কারাদণ্ড দেয় দেশটির আদালত।

০৫.০৮.২০২৩
বাংলাদেশ
- বীর মুক্তিযোদ্ধা শেখ কামালের ৭৪তম জন্মবার্ষিকী পালিত ।
আন্তর্জাতিক
ইউক্রেন যুদ্ধ অবসানের লক্ষ্যে সৌদি আরবের জেদ্দায় দু'দিনব্যাপী শান্তি সম্মেলন শুরু।
- তোশাখানার মামলায় পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানকে তিন বছরের কারাদণ্ড দেওয়ার পরপরই লাহোরের বাসভবন থেকে গ্রেপ্তার করা হয় ।

০৬.০৮.২০২৩
বাংলাদেশ
- বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ৮২তম প্রয়াণ দিবস।
- বাংলাদেশ ব্যাংক 'কৃষি ও পলি ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি ঘোষণা করে।

০৭.০৮.২০২৩
বাংলাদেশ
- মন্ত্রিসভার বৈঠকে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন বাতিলের নীতিগত অনুমোদন ।
আন্তর্জাতিক
- কম্বোডিয়ার নতুন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে হুন মানেতের নিয়োগ অনুমোদন করেন দেশটির রাজা নরোদম সিহামনি।
- সংসদ সদস্যপদ ফিরে পান ভারতের কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী।

০৮.০৮.২০২৩
বাংলাদেশ
- দেশের ১৭তম এও পণ্য হিসেবে স্বীকৃতি পায় নাটোরের কাঁচাগোল্লা ।
- বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিবের ৯৩তম জন্মবার্ষিকী।
আন্তর্জাতিক
- পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানকে ৫ বছরের জন্য নির্বাচনে অযোগ্য ঘোষণা করে দেশটির নির্বাচন কমিশন।
- যুক্তরাষ্ট্রের হাওয়াইয়ের মাউই দ্বীপের পশ্চিম উপকূলীয় জঙ্গল থেকে দাবানল ছড়িয়ে পড়ে।

০৯.০৮.২০২৩
বাংলাদেশ
- আশ্রয়ণ প্রকল্পের আওতায় আরও ১২টি জেলা ও ১২৩টি উপজেলাকে গৃহহীন ও ভূমিহীনযুক্ত ঘোষণা।
- রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের পারমাণবিক জ্বালানি আনতে রাশিয়ার সঙ্গে প্রটোকল স্বাক্ষর ।
আন্তর্জাতিক
- ইকুয়েডরের প্রেসিডেন্ট প্রার্থী ফার্নান্দো ভিলাভিসেনসিওকে হত্যা করা হয় ।
- ইরানের রাজধানী তেহরানে সৌদি আরবের দূতাবাসের কার্যক্রম পুনরায় শুরু ।

১০.০৮.২০২৩
বাংলাদেশ
- রাজনৈতিক দল হিসেবে নিবন্ধন পায় বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী আন্দোলন (বিএনএম) ও বাংলাদেশ সুপ্রিম পার্টি (বিএসপি)।
- জাতীয় শুল্ক নীতিমালা গেজেট আকারে প্রকাশ।
আন্তর্জাতিক
- ইকুয়েডরে জরুরি অবস্থা জারি ।
- মণিপুরের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি নিয়ে ৩ দিনের বিতর্কের পর আইনসভার অনাস্থা ভোটে জয় পান ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।
- প্রথমবারের মতো একসঙ্গে মহাকাশে যান অ্যানাস্তাতিয়া মায়ার্স এবং তার মা কেইশা শাহাফ ।

১১.০৮.২০২৩
বাংলাদেশ
- আবারও বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের টেস্ট, ওয়ানডে ও টি-২০ তিন সংস্করণের অধিনায়ক নির্বাচিত হন সাকিব আল হাসান।

১২.০৮.২০২৩
আন্তর্জাতিক
- প্রথমবারের মতো ফিলিস্তিনের জন্য একজন রাষ্ট্রদূত নিয়োগ দেয় সৌদি আরব ।

১৩.০৮.২০২৩
বাংলাদেশ
- 'সর্বজনীন পেনশন স্কিম বিধিমালা, ২০২৩'-এর প্রজ্ঞাপন গেজেট আকারে প্রকাশ।

১৪.০৮.২০২৩
আন্তর্জাতিক
- পাকিস্তানের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন আনোয়ারুল হক কাকার ।
- সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প চতুর্থবারের মতো ফৌজদারি অপরাধে অভিযুক্ত হন ।

১৫.০৮.২০২৩
বাংলাদেশ
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ৪৮তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস পালিত।

১৬.০৮.২০২৩
বাংলাদেশ
- আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ভোটকেন্দ্রের খসড়া তালিকা প্রকাশ করে নির্বাচন কমিশন (ইসি)।
- দেশে প্রথমবারের মতো বৈদ্যুতিক গাড়ির চার্জিং স্টেশনের যাত্রা শুরু ।

১৭.০৮.২০২৩
বাংলাদেশ
- সর্বজনীন পেনশন কর্মসূচি উদ্বোধন।
- চট্টগ্রাম এবং মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা বোর্ড বাদে বাকি ৮টি শিক্ষা বোর্ডের অধীন এইচএসসি পরীক্ষা শুরু ।

১৮.০৮.২০২৩
আন্তর্জাতিক
- কানাডায় ভয়াবহ দাবানল ছড়িয়ে পড়ায় পশ্চিমাঞ্চলের প্রদেশ ব্রিটিশ কলাম্বিয়ায় জরুরি অবস্থা জারি ।

১৯.০৮.২০২৩
বাংলাদেশ
- প্রথমবারের মতো রাজধানী ঢাকা থেকে পদ্মা সেতুর রেল সংযোগ প্রকল্পের মাওয়া অংশ পর্যন্ত পরীক্ষামূলকভাবে ট্র্যাক কার চালানো হয়।
আন্তর্জাতিক
- চাঁদের বুকে বিধ্বস্ত হয় রাশিয়ার মহাকাশযান লুনা-২৫।

২০.০৮.২০২৩
বাংলাদেশ
- বাংলাদেশকে ৬ মিলিয়ন ডলার অনুদান দিয়ে চুক্তি স্বাক্ষর করেন অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের (ঊজউ) সচিব এবং বাংলাদেশে নবনিযুক্ত জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচির (UNDP) আবাসিক প্রতিনিধি স্টেফান লিলার।
আন্তর্জাতিক
- যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া অঙ্গরাজ্যসহ দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে প্রবল গতিতে শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় 'হিলারি' আঘাত হানে।
- নারী বিশ্বকাপ ফুটবলের নতুন চ্যাম্পিয়ন হয় স্পেন।

২১.০৮.২০২৩
বাংলাদেশ
- বিচারপতিদের সমান সুযোগ-সুবিধা চেয়ে আইনের খসড়া অনুমোদন করে কাজী হাবিবুল আউয়াল নেতৃত্বাধীন নির্বাচন কমিশন (ইসি)।

২২.০৮.২০২৩
বাংলাদেশ
- ১৫তম ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলনে অংশ নিতে দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গের উদ্দেশে ঢাকা ত্যাগ করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ।
আন্তর্জাতিক
- দীর্ঘ ১৫ বছর স্বেচ্ছানির্বাসন থেকে দেশে ফিরেই কারাগারে যান থাইল্যান্ডের সাবেক প্রধানমন্ত্রী থাকসিন সিনাওয়াত্রা ।
- থাইল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন সেথা থাডিসিন ।
- কম্বোডিয়ার চার দশকের স্বৈরশাসক হুন সেনের স্থলাভিষিক্ত হন তার ছেলে হুন মানেত ।
- তিনদিনব্যাপী ১৫তম ব্রিকস সম্মেলন দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গে শুরু।

২৩.০৮.২০২৩
বাংলাদেশ
- বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের ১০ম প্রতিরক্ষা সংলাপ ঢাকায় শুরু ।
আন্তর্জাতিক
- বিশ্বের চতুর্থ দেশ হিসেবে ভারত চাঁদের বুকে সফলভাবে নভোযান অবতরণ করায় ।

২৪.০৮.২০২৩
আন্তর্জাতিক
- ভূমিকম্প ও সুনামিতে মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত ফুকুশিমা দাইচি পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের তেজস্ক্রিয় পানি সাগরে ফেলা শুরু করে জাপান।
- মার্কিন সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে গ্রেফতার করার কিছুক্ষণ পর মুক্তি দেওয়া হয় ।
- ব্রিকসের সদস্যপদের জন্য নতুন ৬টি দেশকে আমন্ত্রণ জানানো হয় ।

২৫.০৮.২০২৩
আন্তর্জাতিক
- আসন্ন ১৩তম ওয়ানডে বিশ্বকাপের টিকিট বিক্রি শুরু।

■ **অগ্রদূত ডেস্ক**

খেলাধুলা

সৌদি আরবের আল হিলালে ফুটবল ক্লাবে যোগ দিলেন নেইমার

অবশেষে রেকর্ড পরিমাণ অর্থের বিনিময় ১৫ আগস্ট, ২০২৩ ফ্রান্সের পিএসজি ফুটবল ক্লাব ছেড়ে সৌদি আরবের ক্লাব আল হিলালে যোগ দিলেন ব্রাজিলিয়ান তারকা ফুটবলার নেইমার জুনিয়র।

১৬ আগস্ট, ২০২৩; মঙ্গলবার রাতে আল হিলাল ও নেইমার এক ভিডিও বার্তায় বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

ভিডিও বার্তায় নেইমার বলেছেন, ইউরোপে আমি অনেক কিছু অর্জন করেছি, অনেক বিশেষ মুহূর্তের সাক্ষী হয়েছি। কিন্তু আমি বৈশ্বিক খেলোয়াড় হতে চেয়েছিলাম, নতুন চ্যালেঞ্জ নিতে চেয়েছিলাম। সৌদি প্রো লিগ দারুণ সব খেলোয়াড়দের নিয়ে সামনে এগোচ্ছে, এখানে আমি নতুন ইতিহাস লিখতে চাই।

নেইমারের যোগ দেওয়ার খবর দিলেও চুক্তির বিস্তারিত এখনো প্রকাশ করেনি আল-হিলাল। তবে বিবিসির প্রতিবেদন অনুযায়ী, ৯০ মিলিয়ন ইউরোর বিনিময়ে আল-হিলালের সঙ্গে দুই বছরের চুক্তি করেছেন নেইমার।

ফরাসি ক্লাব পিএসজিতে বার্ষিক ২৫ মিলিয়ন ইউরো আয় করতেন নেইমার। জানা গেছে আল-হিলালে তার ছয় গুণ আয় করবেন তিনি।

লিওনেল মেসি পিএসজি ছাড়ার পর থেকে শোনা যাচ্ছিল নেইমারও ক্লাব ছাড়তে পারেন। তিনি চেয়েছিলেন পুরনো ক্লাব বার্সেলোনায় ফিরতে। স্পেনের ক্লাবটির কর্তৃপক্ষের সঙ্গে নেইমার যোগাযোগও করেছিলেন।

সূত্রের খবর, মেসিকে ফেরাতে বার্সেলোনা কর্তৃপক্ষ যতটা আগ্রহী ছিলেন, নেইমারের ক্ষেত্রে ততটা ছিলেন না। পরে বিশাল টাকার প্রস্ত্রব নিয়ে তার সঙ্গে যোগাযোগ করেন আল হিলাল কর্তৃপক্ষ। কয়েক দফা আলোচনার পর দুই পক্ষ সম্মত হন।

ছয় বছর আগে বার্সেলোনা ছেড়ে পিএসজিতে যোগ দিয়েছিলেন নেইমার। ওই বছরে মোনাকো থেকে যোগ দিয়েছিলেন কিলিয়ান এমবাপ্পেও।

রোনালদো আল নাসেরে যোগ দেওয়ার পর করিম বেনজেমা, সাদিও মানে, জর্ডান হেন্ডারসনের মতো ফুটবলারেরা যোগ দিয়েছেন সৌদির বিভিন্ন ক্লাবে। এবার সেই তালিকায় যোগ হলো নেইমারের নাম।

আল হিলালে যা যা পাচ্ছেন নেইমারঃ

১. বছরে ১০০ মিলিয়ন ইউরো বেতন
২. ২৫ বেডরুমের প্রাসাদ
৩. ৪০*১০ মিটারের সুইমিং পুল
৪. বাড়ির কাজকর্মের জন্য পাঁচজন কর্মচারী
৫. বেন্টলে কন্টিনেন্টাল জিটি
৬. এস্টন মার্টিন ডিভিএস
৭. ল্যাম্বরঘিনি হুরাকেন
৮. ২৪ ঘণ্টার জন্য ড্রাইভার
৯. ছুটি কাটানোর সময় যে হোটেলে থাকবেন, যে রেস্তরাঁয় খেতে যাবেন ও অন্যান্য যা যা সার্ভিস নেবেন সবকিছুরই বিল ক্লাবের কাছে পাঠানো হবে।
১০. এছাড়া যাতায়াতের জন্য পাবেন প্রাইভেট জেট
১১. সোশ্যাল মিডিয়ায় সৌদি আরবকে প্রমোট করার জন্য প্রতি পোস্টের জন্য ৪.৫ কোটি টাকা রোজগার করবেন।

■ **অগ্রদূত ডেস্ক**

মোবাইল ফোনের সুবর্ণজয়ন্তী

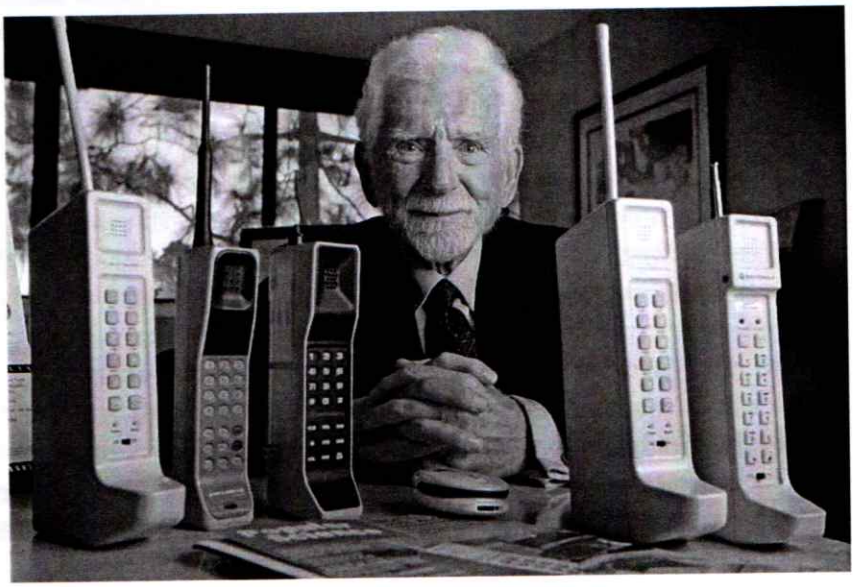

৩ এপ্রিল, ১৯৭৩ প্রথমবারের মতো মোবাইল ফোনের মাধ্যমে কল করা হয় । এরপর পেরিয়ে গেছে অর্ধশতাব্দী, মোবাইল ফোন ধীরে ধীরে ছোট হয়ে পরে পকেটে বহনযোগ্য গ্যাজেটে পরিণত হয়েছে, যাকে আমরা আজ স্মার্টফোন হিসেবে চিনি।

ইতিহাস:

মোবাইল ফোন নিয়ে গবেষণা শুরু হয় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরপরই। যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য, পিঠে বহন করা যায় এমন ব্যাটারিচালিত বেতার যোগাযোগের ডিভাইস মিত্রবাহিনী এবং অক্ষশক্তি দুটি পক্ষই ব্যবহার করে। ১৯৪৭ সালে যুক্তরাষ্ট্রের বেল কমিউনিকেশনসের ইঞ্জিনিয়ার ডগলাস এইচ রিং একটি মেমোতে টাওয়ারে থাকা নেটওয়ার্ক ট্রান্সমিটার ও রিসিভারের রেঞ্জের মধ্যে থাকা এলাকাকে নাম দেন মোবাইল। আর একাধিক মোবাইল একত্র করার মাধ্যমে সেলুলার নেটওয়ার্ক তৈরির মাধ্যমে বিস্তীর্ণ এলাকায় তারহীন টেলিফোনসেবা দেওয়া যেতে পারে সেটাও প্রমাণ করেন। এর পর থেকেই ফেডারেল কমিউনিকেশনস কমিশন বা এফসিসি'র কাছে তারহীন টেলিফোন নেটওয়ার্ক স্থাপনের কাজ শুরু করার জন্য বেল কমিউনিকেশনস আবেদন করতে থাকে। ১৯৬০-এর দশকে তারহীন যোগাযোগের জন্য নেটওয়ার্ক স্থাপনের অনুমতি পায় বেল কমিউনিকেশনস। তবে সেই নেটওয়ার্ক হাতে বহনযোগ্য মোবাইল ফোন নয়, বরং গাড়ি, বিমান বা জাহাজে বহন করার মতো টেলিফোনের জন্য ব্যবহৃত হতো।

আবিষ্কারক:

১৯৭০-এর দশকে ইঞ্জিনিয়ার মার্টিন কুপার মটরোলায় কর্মরত ছিলেন। গাড়ির ফোনকে কীভাবে হাতে বহনযোগ্য মোবাইল ফোনে পরিণত করা যায়, সেটাই ছিল তাঁদের গবেষণার লক্ষ্য। অবশেষে ১৯৭৩ সালে মাত্র তিন পাউন্ড বা দেড় কেজি ওজনের, প্রায় একটা ইটের সমান বড় সেলুলার ফোন বা মোবাইল ফোন তৈরি করা হয়।

প্রথম মোবাইল ফোন :

প্রথম মোবাইল ফোনের নাম দেওয়া হয় ডাইনামিক অ্যাডাপ্টিভ টোটাল এরিয়া কভারেজ । এই বিশাল নামকে সংক্ষিপ্ত করে ডাইনাট্যাক' নামটি পেটেন্ট করে মটরোলা। এরপর ফোনের নেটওয়ার্ক হয়েছে উন্নত, কলের পাশাপাশি টেক্সট পাঠানোর সেবাও যুক্ত হয়েছে নতুন শতাব্দীর শুরুর দিকে মোবাইল ফোনে ইন্টারনেট সেবা দেওয়া শুরু হয়, যার মাধ্যমে স্মার্টফোন ধীরে ধীরে বাজার ধরতে শুরু করে।

প্রথম মোবাইল ফোন কল :

৩ এপ্রিল ১৯৭৩ নিউইয়র্কের সিক্স এভিনিউ থেকে মার্টিন কুপার মোবাইল ফোনে প্রথম কলটি করেন। এটিএন্ডটি কোম্পানিতে তাঁর পরিচিত একজন ইঞ্জিনিয়ার জোয়েল ইঙ্গলকে প্রথম ফোন করেন কুপার। সে হিসেবে ৩ এপ্রিল, ২০২৩ মোবাইল ফোনে প্রথম কল করার ৫০ বছর পূর্তি হয়।

■ অগ্রদূত ডেস্ক

হাইপোগ্লাইসেমিয়া বা সুগার কমে গেলে করণীয়

হাইপোগ্লাইসেমিয়া হলে মাথা ঘুরানো ও বুক ধড়ফড় করা থেকে শুরু করে খিঁচুনি ও জ্ঞান হারানোর মতো মারাত্মক সমস্যা দেখা দিতে পারে।

রক্তে গ্লুকোজ বা সুগারের পরিমাণ স্বাভাবিক মাত্রার চেয়ে কমে গেলে তাকে হাইপোগ্লাইসেমিয়া বলা হয়। অনেকে একে সংক্ষেপে হাইপো হিসেবে চেনেন। মূলত ডায়াবেটিসে আক্রান্ত রোগীদের, বিশেষ করে ইনসুলিন নিতে হয় এমন রোগীদের, হাইপোগ্লাইসেমিয়া দেখা দেয়।
অপরদিকে, রক্তে সুগারের মাত্রা বেড়ে যাওয়াকে হাইপারগাইসেমিয়া বলে।
হাইপোগ্লাইসেমিয়া হলে মাথা ঘুরানো ও বুক ধড়ফড় করা থেকে শুরু করে খিঁচুনি ও জ্ঞান হারানোর মতো মারাত্মক সমস্যা দেখা দিতে পারে। তাই হাইপো এর লক্ষণগুলো দ্রুত শনাক্ত করে চিকিৎসা শুরু করা জরুরি। সাধারণত বাড়িতে বসে নিজে নিজেই এর চিকিৎসা করা সম্ভব।

সুগার কমে যাওয়ার লক্ষণ
হাইপোগ্লাইসেমিয়ার লক্ষণ একেকজনের ক্ষেত্রে একেক রকম হতে পারে। আপনার যদি বারবার সুগার কমে যাওয়ার ইতিহাস থাকে তাহলে আপনি নিজেই হয়তো লক্ষণগুলো খেয়াল করলে হাইপোগ্লাইসেমিয়া হচ্ছে কি না তা বুঝতে পারবেন। তবে সময়ের সাথে আপনার লক্ষণগুলোতেও ভিন্নতা আসতে পারে। রক্তে সুগার কমে যাওয়ার লক্ষণগুলোর মধ্যে কিছু লক্ষণ শুরুর দিকেই দেখা দেয়। দ্রুত চিকিৎসা শুরু না করলে খিঁচুনি ও জ্ঞান হারানোর মতো মারাত্মক সমস্যা দেখা দিতে পারে।
শুরুর দিকের লক্ষণগুলো হলো :
* অতিরিক্ত ঘেমে যাওয়া
* ক্লান্ত অনুভব করা
* মাথা ঘুরানো
* ক্ষুধা লাগা
* ঠোঁটের চারিদিকে পিন বা সুঁই ফোটানোর মত অনুভূতি হওয়া
* শরীরে কাঁপুনি হওয়া
* বুক ধড়ফড় করা
* সহজেই বিরক্ত, অশ্রুসিক্ত, উত্তেজিত অথবা খামখেয়ালি হয়ে যাওয়া
* ফ্যাকাসে হয়ে যাওয়া

সময়মতো চিকিৎসা শুরু না করলে আরও কিছু লক্ষণ দেখা দিতে পারে। যেমন :
* দুর্বলতা
* দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে যাওয়া
* কাজে মনোযোগ দিতে কষ্ট হওয়া
* অসংলগ্ন আচরণ, কথা জড়িয়ে যাওয়া ও ভারসাম্যহীন হয়ে পড়া (মাতাল হলে যেমনটা হয়)
* ঘুম ঘুম লাগা
* খিঁচুনি
* জ্ঞান হারিয়ে ফেলা বা ফিট হয়ে যাওয়া

ঘুমের মধ্যেও রোগী হাইপো হয়ে যেতে পারে। এর ফলে নিচের লক্ষণগুলো দেখা দেয় :
* রাতে ঘুম ভেঙে যাওয়া
* মাথাব্যথা
* ক্লান্ত লাগা
* সারারাত অতিরিক্ত ঘেমে বিছানার চাদর ভিজে যাওয়া

এসব লক্ষণ ছাড়াও বাড়িতে ডায়াবেটিস মাপা হলে যদি রক্তের সুগার ৪ পয়েন্টের (mmol/l) কম আসে তাহলে দ্রুত চিকিৎসা শুরু করতে হবে।

সুগার কমে যাওয়ার কারণ:
ডায়াবেটিসের রোগীদের রক্তে সুগারের মাত্রা কমে হাইপো হয়ে যাওয়ার মূল কারণগুলো হলো :
* ঔষধের প্রভাব : বিশেষত ডায়াবেটিসের ঔষধের মধ্যে অতিরিক্ত পরিমাণে ইনসুলিন গ্রহণ, সালফোনাইলইউরিয়া (যেমন: গ্লিবেনক্ল্যামাইড ও গ্লিক্ল্যাজাইড) ও গ্লিনাইড (যেমন: রিপাগ্লিনাইড ও ন্যাটেগ্লিনাইড) গ্রুপের ঔষধ সেবন অথবা হেপাটাইটিস সি এর ঔষধ সেবন
* কোনো বেলার খাবার বাদ দেওয়া অথবা দেরি করে খাওয়া
* আহারের সময়ে যথেষ্ট পরিমাণে শর্করাযুক্ত খাবার না খাওয়া। যেমন: ভাত, রুটি, আলু, পাউরুটি, পাস্তা ও ফলমূল
* ব্যায়াম করা : বিশেষ করে ভারী ব্যায়াম, ভারী কাজ অথবা পূর্বপরিকল্পনা ছাড়া ব্যায়াম করা এবং মদ্যপান করা

মাঝে মাঝে রক্তের সুগার কমে যাওয়ার কোনো স্পষ্ট কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। কোনো কোনো সময় ডায়াবেটিস নেই এমন ব্যক্তিদের ক্ষেত্রেও রক্তের সুগার কমে যেতে পারে।

ডায়াবেটিস ছাড়াও সুগার কমে যাওয়ার অন্যান্য কারণ:
যাদের ডায়াবেটিস নেই তাদের সচরাচর হাইপোগ্লাইসেমিয়া হয় না। তবে ডায়াবেটিস ছাড়াও রক্তের সুগারের মাত্রা কমে যাওয়ার অন্যান্য কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে :
খাবার খাওয়ার পরে শরীরে অতিরিক্ত ইনসুলিন নিঃসরণ হওয়া। পাকস্থলীর

অপারেশনসহ বিভিন্ন কারণে এই অবস্থার সৃষ্টি হয়। এক্ষেত্রে সাধারণত শর্করাবহুল খাবার খাওয়ার ৪ ঘন্টা পরে হাইপোগ্লাইসেমিয়ার উপসর্গ দেখা দেয়।

* না খেয়ে থাকা অথবা রোযা রাখা
* অপুষ্টি
* গর্ভকালীন জটিলতা
* গ্যাস্ট্রিক বাইপাস সার্জারি (ওজন কমানোর উদ্দেশ্যে পাকস্থলীর এক প্রকার অপারেশন)
* অনিয়ন্ত্রিত মদ পান
* বিভিন্ন শারীরিক সমস্যা। যেমন: হরমোন জনিত সমস্যা, অগ্ন্যাশয়ের রোগ, লিভারের সমস্যা, কিডনি রোগ
* অ্যাড্রেনাল গ্রন্থির রোগ অথবা হৃদরোগের মতো বিভিন্ন স্বাস্থ্য সমস্যা
* কিছু ঔষধ- যেমন: ম্যালেরিয়ার চিকিৎসায় ব্যবহৃত কুইনাইন

বারবার হাইপোগ্লাইসেমিয়ার লক্ষণ দেখা দিলে ডাক্তারের কাছে যেতে হবে। ডাক্তার রক্তে সুগারের মাত্রা প্রকৃতপক্ষেই কমে গিয়েছে কি না সেটি নির্ণয়ে কিছু সাধারণ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পরামর্শ দিবেন। এ ছাড়া কী কারণে এসব লক্ষণ দেখা দিচ্ছে সেটিও খুঁজে বের করার চেষ্টা করবেন।

সুগার কমে গেলে করণীয়:
রক্তের সুগার ৪ পয়েন্টের নিচে নেমে গেলে অথবা হাইপোগ্লাইসেমিয়ার লক্ষণ দেখা দিলে নিচের কাজগুলো করুন:
প্রথম ধাপ: চিনিযুক্ত খাবার খান অথবা চিনিযুক্ত পানীয় পান করুন
একটি ছোটো গ্লাসে কোমল পানীয় (যেমন: কোক বা সেভেন আপ) অথবা ফলের রস নিয়ে খান। বিকল্প হিসেবে ছোটো এক মুঠো মিষ্টি অথবা তিন থেকে ছয়টি গ্লুকোজ বা ডেক্সট্রোজ ট্যাবলেট খেতে পারেন। বাড়িতে গ্লুকোজ জেলের টিউব থাকলে দুই টিউব জেল মুখের ভেতরে দিয়ে খেয়ে ফেলুন।
দ্বিতীয় ধাপ: ১০ মিনিট পরে আপনার রক্তের সুগার পরিমাপ করুন
যদি এটি ৪ পয়েন্ট বা তার ওপরে থাকে এবং আপনি আগের তুলনায় ভালো অনুভব করেন তাহলে তৃতীয় ধাপে যান। যদি রক্তের সুগার এখনো ৪ পয়েন্টের নিচে থাকে তাহলে আবার প্রথম ধাপে গিয়ে চিনিযুক্ত পানীয় অথবা খাবার খান। এর ১০-১৫ মিনিট পরে আবার রক্তের সুগার পরীক্ষা করুন।
তৃতীয় ধাপ: ইতোমধ্যে যদি আপনার খাবারের সময় হয়ে থাকে তাহলে খাবার খেয়ে নিন। এক্ষেত্রে এমন খাবার বেছে নেওয়া উচিত যা ধীরে ধীরে শরীরে শর্করা সরবরাহ করে। খাবারটি হতে পারে আটার রুটি (লাল আটার রুটি হলে ভালো হয়), ডাল ও সবজি দিয়ে রান্না করা খিচুড়ি, লাল চালের ভাত অথবা ওটস। এগুলোর সাথে গরুর দুধ অথবা দই খেতে পারেন। এক্ষেত্রে লো-ফ্যাট দুধ ও দই বেছে নেওয়া উত্তম। আহারের সময় না হয়ে থাকলে শর্করাযুক্ত কোনো নাস্তা খান। নাস্তাটি হতে পারে এক পিস পাউরুটি (হোলগ্রেইন হলে ভালো হয়), কয়েকটি বিস্কুট অথবা এক গ্লাস গরুর দুধ। আপনি যদি আগের চেয়ে সুস্থ অনুভব করেন অথবা হাতেগোনা কয়েকবার হাইপোগ্লাইসেমিয়ার লক্ষণ দেখা দিয়ে থাকে, তাহলে সাধারণত হাসপাতালে যাওয়ার প্রয়োজন হবে না। কিন্তু যদি বারবার হাইপোগ্লাইসেমিয়া হতে থাকে অথবা রক্তে সুগার কমে যাওয়ার পরও আপনার কোনো লক্ষণ দেখা না দেয় তাহলে ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ করতে হবে। অজ্ঞান হয়ে পড়েছে এমন কারোর চিকিৎসা যেভাবে করবেন:
প্রথমে রোগীকে নিচের বর্ণনা অনুযায়ী রিকভারি পজিশন নামক একটি বিশেষ অবস্থানে রাখুন। এরপর যত দ্রুত সম্ভব রোগীকে হাসপাতালে নেওয়ার ব্যবস্থা করুন। নিস্তেজ অবস্থায় রোগীর গলায় যেন কিছু আটকে না যায় সেজন্য মুখে কোনো ধরনের খাবার দেওয়া থেকে বিরত থাকুন।

রোগীকে রিকভারি পজিশনে রাখার উপায়:
নির্দেশনা অনুযায়ী রোগীকে এই অবস্থানে আনা কিছুটা চ্যালেঞ্জিং। কিন্তু এটি সঠিকভাবে সম্পন্ন করার মাধ্যমে রোগীর শ্বাসরুদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা কমিয়ে আনা যায়। নিচে রোগীকে রিকভারি পজিশনে রাখার উপায় নয়টি ধাপে তুলে ধরা হয়েছে:
১. রোগীকে তার পিঠের ওপর শুইয়ে দিন।
২. রোগীর একপাশে হাঁটু গেড়ে বসুন। রোগীর যেই হাতটি আপনার কাছে আছে সেটি রোগীর দেহের সাথে সমকোণে বাঁকিয়ে রাখুন। অর্থাৎ, রোগীর হাতটি কাঁধ বরাবর আড়াআড়িভাবে রাখুন। এভাবে রাখবেন যেন হাতের তালু ওপরের দিকে মুখ করে থাকে।
৩. রোগীর অপর হাতটি বিশেষ কায়দায় ভাঁজ করতে হবে। এজন্য আপনি রোগীর যেদিকে বসেছেন সেই গালের ওপরে রোগীর অপর হাতটি বসান। রোগীর হাত এমনভাবে ভাঁজ করুন যেন এই হাতের পেছনের দিকটি রোগীর গালের ওপর থাকে। এবার আপনার এক হাত দিয়ে রোগীর হাতটি তার গালের ওপর ধরে রাখুন।
৪. এবার রোগীর যেই হাঁটু আপনার থেকে দূরে আছে সেটি ভাঁজ করতে হবে। আপনার যেই হাত খালি আছে সেটি দিয়ে রোগীর হাঁটু ৯০ ডিগ্রি কোণে বা সমকোণে ভাঁজ করুন।
৫. রোগীর ভাঁজ করা হাঁটু ধরে রোগীকে সাবধানে টেনে একপাশে কাত করুন। এমনভাবে কাত করবেন যেন রোগী আপনার দিকে মুখ করে কাত হয়। যেই পা নিচে থাকবে সেটি যেন লম্বা হয়ে থাকে।
৬. রোগীর ভাঁজ করা অর্থাৎ গালের ওপর রাখা হাত যেন মাথার ভারসাম্য ধরে রাখে সেটি নিশ্চিত করতে হবে। রোগীর অপর হাত অর্থাৎ আড়াআড়িভাবে রাখা হাতটি কোনো একপাশে বেশি কাত হয়ে যাওয়া প্রতিরোধ করবে।
৭. রোগীকে কাত করার পরেও যেন ভাঁজ করা হাঁটু সমকোণে থাকে সেটি নিশ্চিত করুন।
৮. রোগীর মাথা আলতো করে পেছনের দিকে কাত করুন এবং থুতনি উঁচু করে ধরুন। এভাবে শ্বাসনালী উন্মুক্ত করুন। শ্বাসপ্রশ্বাসে কোনো কিছু বাধা সৃষ্টি করছে কি না সেটি লক্ষ কর।
৯. রোগীকে হাসপাতালে নেওয়ার ব্যবস্থা হওয়ার আগ পর্যন্ত রোগীকে এভাবে রেখে অবস্থা প্রতিনিয়ত পর্যবেক্ষণ করতে থাকুন। উল্লেখ্য, হাতের কাছে যদি গ্লুকাগন (Glucagon) ইনজেকশন থাকে এবং আপনি এটি দেওয়ার প্রক্রিয়া জানেন তাহলে রোগীকে রিকভারি পজিশনে রেখে এই ইনজেকশন দিন। তবে রোগী যদি হাইপো হওয়ার আগে মদপান করে থাকে তাহলে এটি দেওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। যদি ইনজেকশন দেওয়ার ১০ মিনিটের মধ্যে অবস্থার উন্নতি না হয়

তাহলে রোগীকে জরুরী ভিত্তিতে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। ইনজেকশন দেওয়ার ১০ মিনিটের মধ্যে যদি রোগীর জ্ঞান ফিরে আসে এবং রোগী সুস্থ বোধ করে তাহলে রোগীর অবস্থা পর্যবেক্ষণ করুন। যদি তিনি ঠিকমতো খাওয়াদাওয়া করতে পারেন তাহলে তাকে শর্করাযুক্ত একটি স্ন্যাকস খেতে দিন। স্ন্যাকস হিসেবে এক পিস পাউরুটি বা টোস্ট (হোলগ্রেইন হলে ভালো হয়), কয়েকটি বিস্কুট অথবা এক গ্লাস গরুর দুধ বেছে নিতে পারেন।

রোগীর জ্ঞান ফিরে আসলেও নিচের দুটি ক্ষেত্রে রোগীকে হাসপাতালে নিতে হবে:
- বমি হলে
- রক্তের সুগার আবারও কমে গেলে
রোগী কখনো গুরুতর হাইপোগ্লাইসেমিয়ার কারণে জ্ঞান হারিয়ে থাকলে ডাক্তারকে বিষয়টি অবহিত করা জরুরি।
খিঁচুনি হচ্ছে এমন কারও চিকিৎসা যেভাবে করবেন:
রক্তে সুগার কমে যাওয়ার কারণে কারও খিঁচুনি হলে নিচের পদক্ষেপগুলো অনুসরণ করুন:

১. রোগীর সাথে থাকুন। তিনি যেন আঘাত না পান সেদিকে লক্ষ রাখুন। রোগীকে নরম কিছুর ওপরে শুইয়ে দিন। সবধরনের বিপদজনক জিনিস থেকে রোগীকে দূরে সরিয়ে রাখুন। যেমন: রাস্তাঘাট, চুলা, হিটার, রেডিয়েটর ও উন্মুক্ত বৈদ্যুতিক সংযোগ।

২. যদি পাঁচ মিনিটের বেশি সময় ধরে খিঁচুনি থাকে তাহলে রোগীকে জরুরী ভিত্তিতে হাসপাতালে নেওয়ার ব্যবস্থা করুন।

৩. খিঁচুনি বন্ধ হয়ে গেলে রোগীকে চিনিযুক্ত খাবার খেতে দিন এবং হাইপোগ্লাইসেমিয়ার চিকিৎসার সাধারণ পদ্ধতি অনুসরণ করুন। মারাত্মক হাইপোগ্লাইসেমিয়ার কারণে আপনার কখনো খিঁচুনি হয়ে থাকলে ডাক্তারকে বিষয়টি অবহিত করা গুরুত্বপূর্ণ।

ঘরোয়া উপায়ে সুগার কমে যাওয়া প্রতিরোধের উপায়:
ডায়াবেটিসের রোগীরা নিচের ছয়টি উপদেশ মেনে চলার মাধ্যমে রক্তের সুগার কমে হাইপো হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা কমিয়ে আনতে পারেন:

১. নিয়মিত রক্তের সুগার লেভেল পরিমাপ করতে হবে। রক্তের সুগার কমে যাওয়ার লক্ষণগুলো সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। এভাবে হাইপোগ্লাইসেমিয়ার লক্ষণ দেখা দিলে দ্রুত চিকিৎসা শুরু করে মারাত্মক নানান জটিলতা এড়ানো সম্ভব হবে।

২. সবসময় কিছু চিনিযুক্ত খাবার অথবা পানীয় সাথে রাখতে হবে। যেমন: গ্লুকোজ বা ডেক্সট্রোজ ট্যাবলেট, ফলের জুস, কিছু মিষ্টি অথবা লজেন্স। যদি গ্লুকাগন ইনজেকশন কিট থাকে তাহলে সেটি সবসময় সাথে রাখতে হবে।

৩. কোনো বেলার আহার বাদ দেওয়া যাবে না। সঠিক সময়ে প্রতি বেলার খাবার খেয়ে নিতে হবে। বিশেষ করে সকালের নাস্তা কোনোভাবেই বাদ দেওয়া যাবে না। আপনি বিশেষ কোনো ডায়েট অনুসরণ করলে এ ব্যাপারে ডাক্তারের পরামর্শ নিন।

৪. ব্যায়াম করার সময়ে সতর্ক থাকতে হবে। ব্যায়ামের আগে শর্করাযুক্ত স্ন্যাকস খেয়ে নিলে সেটি হাইপো এর ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করে। ভারী ব্যায়াম করার আগে অথবা পরে ইনসুলিনসহ ডায়াবেটিসের কিছু ঔষধের ডোজ কমানোর প্রয়োজন হতে পারে। এ ব্যাপারে ডাক্তারের কাছ থেকে বিস্তারিত জেনে নিন।

৫. বিশেষত ইনসুলিন ব্যবহারকারী রোগীর ঘুমের মধ্যে হাইপো হয়ে যেতে পারে। এই ঘটনা প্রতিরোধে ঘুমাতে যাওয়ার আগে বিস্কুট অথবা এক পিস পাউরুটির মতো শর্করাযুক্ত স্ন্যাকস খেতে হবে।

৬. মদপান থেকে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে।
যদি বারবার রক্তের সুগারের পরিমাণ কমে যায় তাহলে সেটি প্রতিরোধ করার উপায় জানতে ডাক্তারের পরামর্শ নিন।
রক্তে সুগারের স্বল্পতা এবং গাড়ি চালানো:
ডায়াবেটিস অথবা অন্য কোনো রোগের কারণে রক্তের সুগার কমে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও আপনি হয়তো গাড়ি চালাতে পারবেন। তবে এক্ষেত্রে বিপদ এড়াতে কিছু বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ডায়াবেটিস রোগীদের পেশাগত কারণে কিংবা নিত্যদিনের যাতায়াতে গাড়ি (যেমন: সিএনজি, মোটরগাড়ি, পিকআপ, বাস ও ট্রাক) চালাতে হতে পারে। এক্ষেত্রে হাইপোগ্লাইসেমিয়ার ঝুঁকি এড়াতে নিচের তিনটি বিষয় নিশ্চিত করা উচিত।

* গাড়ী চালানোর পূর্বে ২ ঘন্টার ভেতর ব্লাড সুগারের লেভেল পরিমাপ করা

* দীর্ঘ সময় ধরে গাড়ি চালালে ২ ঘন্টা পর পর ব্লাড সুগারের লেভেল পরিমাপ করা

* যাত্রা শুরু করার সময়ে চিনিযুক্ত হালকা নাস্তা এবং কলা অথবা আটার রুটির মতো শর্করা জাতীয় খাবার সাথে রাখা

* চলন্ত অবস্থায় যদি মনে হয় সুগারের মাত্রা কমে হাইপো হয়ে গিয়েছে তাহলে:

নিরাপদ স্থানে গাড়ি থামিয়ে ফেলতে হবে। চাবি সরিয়ে নিয়ে গাড়ি বন্ধ করে রাখতে হবে।
চালকের আসন থেকে সরে যেতে হবে।
গ্লুকোমিটারের সাহায্যে রক্তের সুগারের লেভেল মাপতে হবে। যদি হাইপোগ্লাইসেমিয়া হয়ে থাকে তাহলে দ্রুত প্রয়োজনীয় চিকিৎসা নিতে হবে স্বাভাবিক বোধ করার অন্তত ৪৫ মিনিট হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত গাড়ি চালানো যাবে না। রক্তে সুগারের মাত্রা কম থাকা অবস্থায় গাড়ি চালানো নিজের পাশাপাশি অন্যদেরকেও মারাত্মক ঝুঁকির মুখে ঠেলে দেয়। তাই অসুস্থ বোধ করলে অথবা হাইপোগ্লাইসেমিয়ার লক্ষণ দেখা দিচ্ছে বলে মনে হলে গাড়ী চালানো থেকে বিরত থাকুন এবং দ্রুত প্রয়োজনীয় চিকিৎসা নিন। আপনার ডাক্তারের সাথে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করুন।

সূত্র:বারডেম

হাসতে নাকি জানেনা কেউ

কৌতুক

০১. হোটেল ম্যানেজার : স্যার, রাতে ভালো ঘুম হয়েছে তো?
বোর্ডার : খুব! আপনার হোটেলের মশা এমন শক্তিশালী যে আমার প্রায় উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছিল
ভাগ্যিস খাটে ছারপোকা ছিল। ওরা আমাকে টেনে ধরে না রাখলে সকালে আমাকে হয়তো অন্য কোথা পেতেন।

০২. ম্যাডাম : লিটু, তুমি হোম ওয়ার্ক নিয়ে আসোনি কেন?
লিটু : ম্যাডাম, হোম ওয়ার্ক করেছিলাম। কিন্তু আমাদের বাড়ির কুকুর হোম ওয়ার্কের কাগজটা খেয়ে ফেলেছে।
ম্যাডাম : বাবু, তুমি হোম ওয়ার্ক করনি কেন? বাবু: ম্যাডাম, হোম ওয়ার্ক করেছিলাম। কিন্তু কাগজটা আমি খেয়ে ফেলেছি।
ম্যাডাম: কেন?
বাবু : কারণ, আমাদের বাসায় কুকুর নেই।

০৩. একলোক স্যুপ অর্ডার দিয়েছেন। ওয়েটার স্যুপ নিয়ে এলে ভদ্রলোক বললেন, 'তোমার বুড়ো আঙুল আমার স্যুপে ডুবে আছে।' ওয়েটার : ভয় নেই স্যার। আপনার স্যুপ তেমন গরম না।

০৪. চিৎকার করে এলবিডব্লিউর আবেদন করল বোলা 'হাউজ দ্যাট!' এদিকে ব্যাটসম্যান তখন পায়ে বল লেগে ব্যথায় কোঁকাচ্ছে। ধীর পায়ে ব্যাটসম্যানের দিকে এগিয়ে গেলেন আম্পায়ার। বললেন, 'হাঁটতে পারবে তো?'

ব্যাটসম্যান : হুম। রানার লাগবে না। আমি রান করতে পারব।

আম্পায়ার : রান করতে হবে না। হেঁটে হেঁটে প্যাভিলিয়নে ফিরতে পারলেই হবে। কারণ তুমি আউট।

০৫. প্লেন টেক-অফ করার কিছুক্ষণ পরই পাইলট নিজের পিঠে রিভলবারের খোঁচা অনুভব করলেন।

: সোজা লন্ডন চল।

: জনাব, আমরা তো লন্ডনেই যাচ্ছি।

: তা জানি, কিন্তু এর আগে দুবার লন্ডনের টিকিট কেটেও লন্ডন যেতে পারিনি। হাইজ্যাকারের কবলে পড়ে আমাকে একবার আফ্রিকা আরেকবার চীনে যেতে হয়েছে। এবার আমি লন্ডনেই যেতে চাই।

০৬. এক লোক নতুন গাড়ি কিনেছেন। ড্রাইভার বলল, স্যার একটা স্ক্রু ড্রাইভার লাগবে। ভদ্রলোক খিঁচিয়ে উঠলেন, "ইস ড্রাইভার তো একজন রেখেছিই আবার স্ক্রু টাইট দেওয়ার জন্য আরেক জন ড্রাইভার ?"

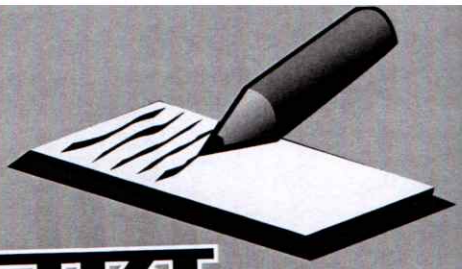

স্কাউট কলাম

What I learned from Scouting

Before starting the topic "What I Learned from Scouting?" I think, we should know what actually scouting is. Scouting typically refers to the activities, principles, and values associated with the scouting movement. Scouting is a worldwide youth movement that aims to develop young people's physical, mental, and social skills through outdoor activities, community service, and character development. It often involves activities such as camping, hiking, learning survival skills, leadership development, and promoting moral values. Scouting organizations, such as the Boy Scouts and Girl Scouts, provide a structured program to help young people develop into responsible and contributing members of society. Scouting is an international movement that promotes character development, citizenship, and outdoor skills in young people. Here are some of the things I learned from Scouting.

First and foremost, I learned the importance of community. In Scouting, people work together and support each other in ways that I've never seen before. Whether it was helping with chores at the scout camp or just taking care of one another during a tough day, everyone was always willing to lend a hand. It taught me the value of working together towards a common goal and how much stronger we are when we support each other. Another thing I learned from scouting was the power of perseverance. We faced many challenges during our time there, from language barriers to cultural differences to difficult weather conditions. But no matter what obstacles we encountered, we never gave up. We kept pushing forward, working together to find solutions and overcome any difficulties we faced. It taught me that even when things seem impossible, if you keep working hard and never give up, you can achieve anything.

One of the most memorable experiences from my time scouting was learning about the culture and history of the country. From visiting ancient temples to learning traditional dances, I gained a greater appreciation for the rich and diverse heritage of this country. I discovered that there is so much more than what we see in the news or on social media. By immersing myself in the local culture, I was able to gain a deeper understanding and respect for the people who call this place home.

Perhaps the most important lesson I learned from scouting was the value of friendship. I met so many incredible people during my time there, both fellow scouts and locals. They welcomed us into their homes, shared their food and stories with us, and made us feel like part of their families. I learned that no matter where you go in the world, there are always kind and generous people who will welcome you with open arms.

Another important lesson I learned from scouting was the importance of environmental conservation. During our time there, we participated in a tree-planting program to combat deforestation. We also learned about sustainable farming methods and the importance of protecting wildlife habitats. It taught me that we all have a responsibility to take care of our planet and that small actions can make a big difference. Finally, scouting taught me the value of personal growth. Through challenging activities like hiking and camping, I pushed myself out of my comfort zone and discovered new strengths and abilities. I also learned valuable leadership skills by working with my fellow scouts on projects and activities. It reminded me that growth often comes from pushing yourself beyond what you thought was possible.

Overall, my experience scouting was truly life-changing. It taught me so much about the importance of community, perseverance, cultural understanding, and friendship. I came away from the experience with a newfound appreciation for this beautiful country and its wonderful people. Scouting is an incredible opportunity for young people to learn and grow, and I feel grateful for the chance to have had this experience. I feel a great sense of pride in being a Scout.

লেখক:
রাফিফ কায়ছান ভূঁইয়া
স্কাউট, রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ স্কাউট গ্রুপ, ঢাকা।

জাতীয় কনটেন্ট রাইটিং প্রতিযোগিতা ২০২৩ এ স্কাউট শাখায় প্রথম স্থান অর্জনকারী

বন্যার্তদের মাঝে ত্রান বিতরণ

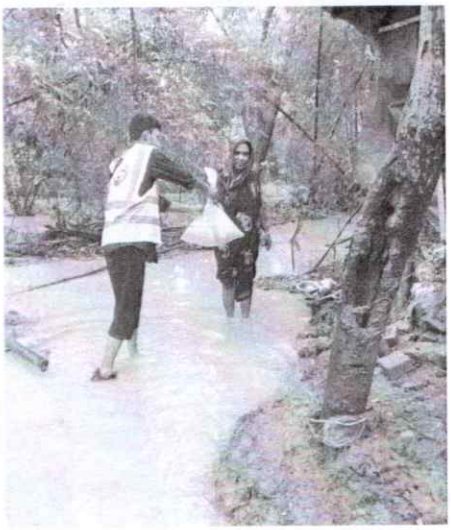

সরকারি সিটি কলেজ, চট্টগ্রাম এর রোভারদের উদ্যোগে এবং গ্রুপ সম্পাদক ও ইউনিট লিডার জনাব ওমর ফারুক এর তত্ত্বাবধানে ১১ আগস্ট ২০২৩ তারিখ তারিখ, চন্দনাইশ থানার, সাতবাড়ীয়া ইউনিয়নের, কয়েকটি গ্রামে বন্যার্তদের জন্য জরুরি খাদ্য সামগ্রী (চাউল, আলু, তেল, মসুর ডাল, পেয়াজ,লবণ, মোম, গ্যাস লাইট) বিতরণ করে সরকারি সিটি কলেজ রোভার স্কাউটের কিছু সদস্য। তারা মোট ৫৮টি পরিবারকে খাদ্য সাহায্য পৌঁছে দিয়েছে। ত্রাণকর্মী দলের নেতৃত্বে ছিল সরকারি সিটি কলেজ রোভার স্কাউট গ্রুপের সিনিয়র রোভার মেট মোহাম্মদ ইস্রাফিল। অংশগ্রহণ করেন সিনিয়র রোভার মেট ইমরানুল ইসলাম তুহিন,সিনিয়র রোভার মেট সাবিনা আক্তার প্রিয়া, মোছাঃ শাহানাজ আকতার,আছকিয়াতুন নূর আইমন,তাসনিয়া আক্তার নিপা,মোহাম্মদ আবু কাউছার, মুক্তার হোসেন রাফি, সাইফুল ইসলাম, মোঃ ওমর ফারুক, জুলি আক্তার, উম্মে খাদিজা, ইসরাত জাহান।

সংবাদ প্রেরক :
মোহাম্মদ ইস্রাফিল
সিনিয়র রোভার মেট, সরকারি সিটি কলেজ, চট্টগ্রাম

খুলনা অঞ্চলে কাব লিডার রিফ্রেসার্স কোর্স অনুষ্ঠিত

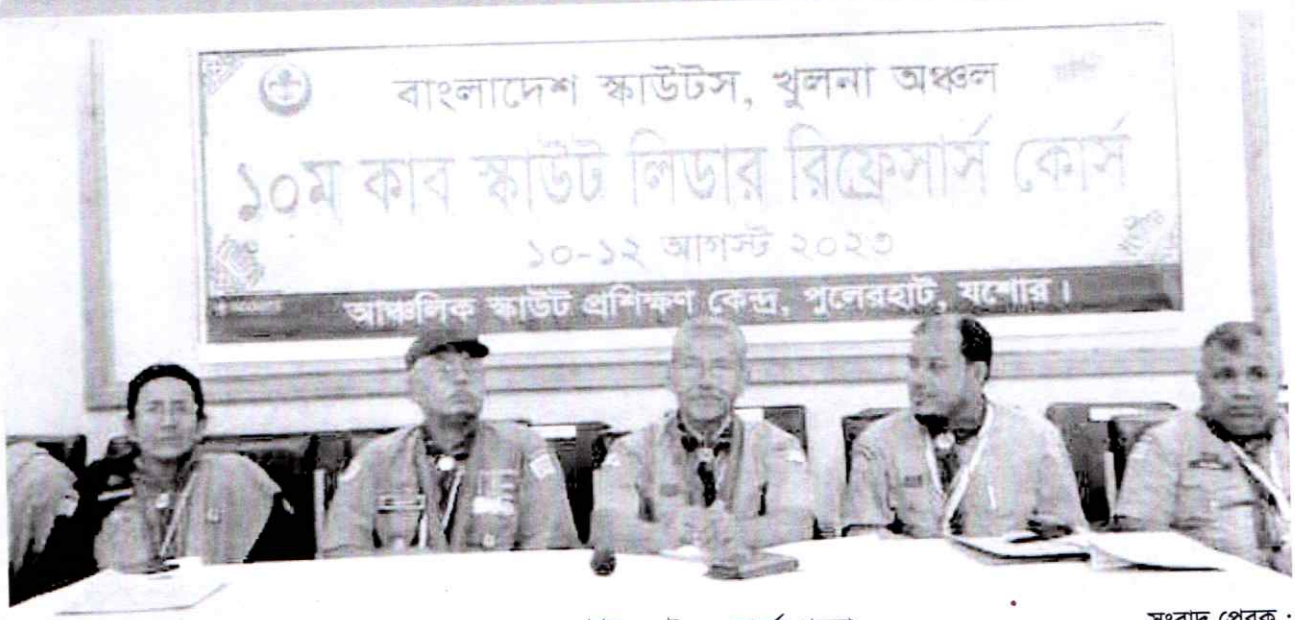

বাংলাদেশ স্কাউসের প্রশিক্ষণ বিভাগের পরিচালনা ও খুলনা অঞ্চলের ব্যবস্থাপনায় ১০-১২ আগস্ট ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত আঞ্চলিক স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, পুলেরহাট, যশোরে কাব লিডার রিফ্রেসার্স কোর্স অনুষ্ঠিত হয়। কাব লিডার রিফেসার্স কোর্সে কোর্স লিডার হিসেবে উপস্তিত ছিলেন জনাব মোঃ আবু হান্নান, এলটি ও জাতীয় উপকমিশনার (এক্সটেনশন স্কাউটিং), বাংলাদেশ স্কাউটস। উক্ত কোর্সে খুলনা অঞ্চলের ১১ টি জেলা থেকে ৪০ জন অংশগ্রহণকারী ও ০৮ জন প্রশিক্ষক দ্বায়িত্ব পালন করেন। কোর্সে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটস খুলনা অঞ্চলের আঞ্চলিক পরিচালক ও সম্পাদক জনাব মোহাম্মদ আবুল খায়ের, এলটি।

সংবাদ প্রেরক :
মো: জামাল উদ্দীন
সহকারী পরিচালক
বাংলাদেশ স্কাউটস, খুলনা (খুলনা, খুলনা মেট্রো, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা জেলা)।

পুলেরহাট যশোরে যথাযোগ্য মর্যাদায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৮ তম শাহদাতবার্ষিকী পালন

১৫ আগস্ট বাংলাদেশ স্কাউটস খুলনা অঞ্চলের আঞ্চলিক স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, পুলেরহাট যশোরে যথাযোগ্য মর্যাদায় সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৮ তম শাহদাতবার্ষিকী পালন করা হয়। শুরুতেই জাতির পিতা ও বঙ্গমাতাসহ ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ঘাতকদের বুলেটে নির্মমভাবে নিহত বঙ্গবন্ধু পরিবারের সকল শহীদ সদস্যদের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করে বিশেষ মোনাজাত পরিচালনা করা হয় এবং বঙ্গবন্ধুর ম্যুরাল এ পুস্পস্তবক অর্পণ করা হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটস খুলনা অঞ্চলের আঞ্চলিক পরিচালক ও সম্পাদক জনাব মোহাম্মদ আবুল খায়ের, এলটি। আরোও উপস্থিত ছিলেন বীরমুক্তিযোদ্ধা সমীর রঞ্জন রাহুত, এলটি; বাংলাদেশ স্কাউটস, যশের জেলা এর কমিশনার জনাব আব্দুর রহমান খান, এএলটি সহ খুলনা অঞ্চল ও যশোর জেলার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কাব স্কাউট, স্কাউট ও স্কাউটারসহ স্কাউট কর্মকর্তাগণ।

সংবাদ প্রেরক :
মো: জামাল উদ্দীন
সহকারী পরিচালক
বাংলাদেশ স্কাউটস, খুলনা (খুলনা, খুলনা মেট্রো, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা জেলা)।

খুলনা অঞ্চলে ২৮৪ তম স্কাউট ইউনিট লিডার (গার্ল-ইন-স্কাউট) বেসিক কোর্স

বাংলাদেশ স্কাউসের গার্ল ইন স্কাউটিং বিভাগ ও প্রশিক্ষণ বিভাগের পরিচালনা এবং খুলনা অঞ্চলের ব্যবস্থাপনায় ২৭-৩১ আগস্ট ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত আঞ্চলিক স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, পুলেরহাট, যশোরে স্কাউট ইউনিট লিডার (গার্ল ইন স্কাউট) বেসিক কোর্স অনুষ্ঠিত হয়। স্কাউট ইউনিট লিডার বেসিক কোর্সে কোর্স লিডার দ্বায়িত্ব পালন করেন শেখ হায়দার আলী, সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ স্কাউটস, খুলনা অঞ্চল। উক্ত কোর্সে বাগেরহাট জেলা থেকে ৩৯ জন অংশগ্রহণকারী ও ১০ জন প্রশিক্ষক দ্বায়িত্ব পালন করেন। কোর্সটি গত ২৭ আগস্ট ২০২৩ তারিখ সকাল ১০.০০ টায় শুরু হলেও আনুষ্ঠানিক ভাবে কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় ২৮ আগষ্ট ২০২৩ তারিখ সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিটে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রফেসর ড. মোঃ আহসান হাবীব, চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড যশোর ও সভাপতি, বাংলাদেশ স্কাউটস, খুলনা আঞ্চল। এসময় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটস খুলনা অঞ্চলের আঞ্চলিক পরিচালক ও সম্পাদক জনাব মোহাম্মদ আবুল খায়ের, এলটি। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি উল্লেখ করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কমপক্ষে দুটি করে কাব দল, স্কাউট দল গঠন করতে হবে। ছেলেদের পাশাপাশি মেয়েদেরও গার্ল ইন স্কাউটিং কার্যক্রমে অর্ন্তভূক্ত করতে হবে। তারই ধারাবাহিকতায় এ স্কাউট ইউনিট লিডার বেসিক কোর্স। এই কোর্স সমাপ্তিরপর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইউনিট লিডারগণ নিজ প্রতিষ্ঠানে গিয়ে কমপক্ষে ১৬ জন এবং সর্বোচ্চ ৩২ জন নিয়ে একটি করে গার্ল ইন স্কাউট দল গঠন করবে।

সংবাদ প্রেরক :
মো: জামাল উদ্দীন
সহকারী পরিচালক
বাংলাদেশ স্কাউটস, খুলনা অঞ্চল।

রংপুরের ৮ জেলায় আঞ্চলিক শাপলা কাব ও প্রেসিডেন্ট'স স্কাউট অ্যাওয়ার্ডের মূল্যায়ন

বাংলাদেশ স্কাউটস দিনাজপুর অঞ্চলের ২০২২ সালের শাপলা কাব ও প্রেসিডেন্ট'স স্কাউট অ্যাওয়ার্ডের মূল্যায়ন ১২ আগষ্ট শনিবার অনুষ্ঠিত হয়। প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার পাশাপাশি প্রাথমিক স্তরে অধ্যায়নরত শিশুদের কাব স্কাউটে এবং মাধ্যমিক স্তরে অধ্যায়নরত শিশুদের স্কাউটে দীক্ষা গ্রহণের পর নির্ধারিত প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন শেষে তাদের অ্যাওয়ার্ড অর্জণের প্রাথমিক শর্ত পূরণ হয়। এজন্য তাদের বিভিন্ন বিষয়ে পারদর্শিতা অর্জণ ও সাঁতার, দড়ির ব্যবহার, প্রাথমিক প্রতিবিধান, ধর্ম চর্চা ইত্যাদি জীবন ঘনিষ্ট বিষয়ের ওপর দক্ষতার পরিচয় দিতে হয়। অ্যাওয়ার্ড অর্জণের ধারাবাহিক প্রক্রিয়ায় কাব ও স্কাউটদের দেশ ও বন্ধুপ্রতিম রাষ্ট্রসমূহের ইতিহাস, ঐতিহ্য সম্পর্কে জানতে হয়। এছাড়াও, স্রষ্টার প্রতি,

নিজের ও অন্যের প্রতি কর্তব্য পালনে উদ্বুদ্ধ করে দেশের তরুণ প্রজন্মকে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে স্কাউট আন্দোলন সহায়তা করে। এসব কার্যাদি সম্পন্ন করে জেলা, অঞ্চল, জাতীয় পর্যায়ের লিখিত, সাঁতার ও মৌখিক মূল্যায়ন শেষে দক্ষতার পরিচয় দেয়া কাবদের প্রধানমন্ত্রীর স্বাক্ষরে শাপলা কাব ও রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষরে প্রেসিডেন্ট'স স্কাউট অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়। অঞ্চলের মূল্যায়ন সম্পর্কে দিনাজপুর আঞ্চলিক স্কাউটসের উপ পরিচালক মোঃ আব্দুর রশিদ বলেন, "রংপুর প্রশাসনিক বিভাগের ৮টি জেলার ২৮টি কেন্দ্রে প্রায় ২২০০ জন কাব ও স্কাউটের অংশগ্রহণে এবার আঞ্চলিক মূল্যায়ন অনুষ্ঠিত হচ্ছে"। আঞ্চলিক এ কর্মযজ্ঞ বাস্ড়বায়নে সহায়তার জন্য তিনি জেলা ও উপজেলা প্রশাসন, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, জেলা ও উপজেলার স্কাউটস কর্মকর্তা, মূল্যায়ন কারীসহ সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

সংবাদ প্রেরক:
রেজওয়ান হোসেন সুমন
জেলা সিনিয়র রোভারমেট প্রতিনিধি, রংপুর ও
অগ্রদূত জেলা সংবাদদাতা, রংপুর।

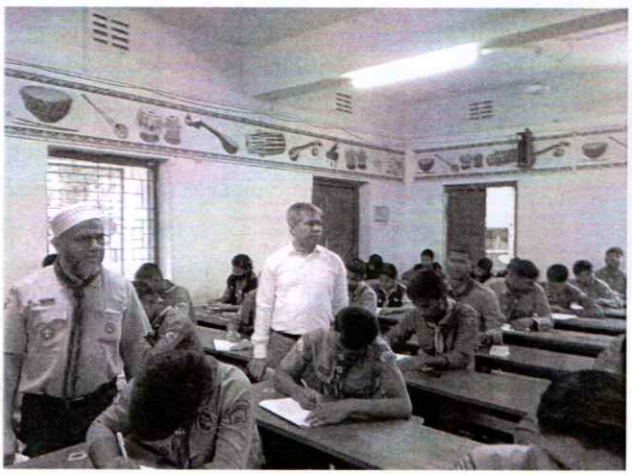

রংপুর রোভারদের সাঁতার ক্যাম্প অনুষ্ঠিত

"সাঁতার শিখি, দূর্যোগে মানুষের পাশে থাকি" থীমকে সামনে রেখে বাংলাদেশ স্কাউটস রংপুর জেলা রোভারের স্পেশাল ইভেন্ট'স এর আয়োজনে ২২আগস্ট মঙ্গলবার শেখ রাসেল সুইমিং পুল রংপুর এ জেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও মুক্ত স্কাউট গ্রুপের শতাধিক রোভার স্কাউট ও গার্লইন রোভার স্কাউট সদস্যদের অংশগ্রহণে রোভার বোরহান হোসেন স্মৃতি ২য় সাঁতার ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সাঁতার ক্যাম্পের কর্মসূচির অংশ হিসেবে ছিলো সকাল ৭.৩০টায় উপস্থিতি ও রেজিস্ট্রেশন, সকাল ৯টায় আনুষ্ঠানিকভাবে স্কাউটিং পদ্ধতিতে পতাকা উত্তোলন ও উদ্বোধন, রোভার ও গার্লইন রোভার স্কাউট সদস্যদের পৃথক সাঁতার প্রতিযোগিতা ও সাঁতার মূল্যায়ন, পানিতে ফান এন্ড গেম (ধরি বেলুন, চলো ফাটাই), সাঁতার শিখন, বিজয়ী প্রতিযোগীদের মাঝে মেডেল, সনদপত্র বিতরণ ও সমাপনী অনুষ্ঠান ।

বাংলাদেশ স্কাউটস রংপুর জেলা রোভারের স্পেশাল ইভেন্টস এর সহকারী কমিশনার মোঃ আশিকুর রহমান এর সভাপতিত্বে রোভার বোরহান হোসেন স্মৃতি সাঁতার ক্যাম্পের পুরস্কারে (মেডেল) ও সনদপত্র বিতরণ এবং সমাপনি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন রংপুর জেলা রোভারের কমিশনার প্রফেসর ড. আরেফিনা বেগম-এলটি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন রংপুর জেলা রোভারের সম্পাদক মহাদেব কুমার গুন, জেলা রোভার লিডার আব্দুর রহমান মিন্টু, জেলা রোভারের কোষাধ্যক্ষ সৈয়দ মাহবুবার রহমান সোহেল, জেলা রোভারের সহকারী কমিশনার আইসিটি মোঃ হারুন উর রশীদ সরকার, গার্লইন রোভার লিডার শাহিদা বিনতে বারী, প্রভাতী মুক্ত স্কাউট গ্রুপ ও ইনস্টিটিউটের পরিচালক মোঃ আব্দুস সোবহান মিয়া। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন জেলা সিনিয়র রোভার মেট প্রতিনিধি মোঃ রেজওয়ান হোসেন সুমন ও জেলা গার্লইন রোভার সিনিয়র রোভার মেট প্রতিনিধি রোকসানা খাতুন মায়া। সমাপনি অনুষ্ঠানে প্রতিযোগিতায় বিজয় ১০জন রোভার ও ১০জন গার্লইন রোভার স্কাউট সদস্যদের মাঝে সেরা-১০ এর মেডেল ও অংশগ্রহণকারী সকলকে সাফল্যের সাথে অংশগ্রহণ স্বরূপ মেডেল ও সনদপত্র প্রদান করা হয়।

রোভার স্কাউটদের সর্বোচ্চ অ্যাওয়ার্ড প্রসিডেন্ট'স রোভার স্কাউট অ্যাওয়ার্ড (পিআরএস) অর্জনের জন্য সাঁতার অবিচ্ছেদ্য ও আবশ্যিক একটি বিষয়। স্পেশাল ইভেন্ট'স রংপুর জেলা রোভারের আয়োজনে রোভার স্কাউট সদস্যদের পারদর্শিতা প্রদানের লক্ষে এ সাঁতার ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। রংপুর জেলা রোভারের আওতাধীন রংপুর পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট রোভার স্কাউট গ্রুপের একজন সক্রিয় ও কর্মঠে রোভার বোরহান হোসেন ২০২০ সালের ২১আগস্ট গাইবান্ধা জেলা ব্রহ্মপুত্র তীরবর্তী বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে ত্রান বিতরণের উদ্দেশ্যে যাওয়ার পানিতে পরে গিয়ে নিখোঁজ হয়ে যায়। রোভার বোরহান হোসেন এর স্মৃতি ধরে রাখতে এবং তাঁর স্মরণে সাঁতার ক্যাম্পটির নাম করণ করা হয়

"রোভার বোরহান হোসেন স্মৃতি ২য় সাঁতার"

সংবাদ প্রেরক:
রেজওয়ান হোসেন সুমন
জেলা সিনিয়র রোভারমেট প্রতিনিধি, রংপুর ও
অগ্রদূত জেলা সংবাদদাতা, রংপুর।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয়

- বর্ষায় (এপ্রিল-অক্টোবর) ডেঙ্গু জ্বরের প্রকোপ বাড়ে। এসময় অধিক সতর্ক থাকুন।
- ডেঙ্গু জ্বরের বাহক এডিস মশা পরিষ্কার পানিতে বংশ বিস্তার করে।
- অফিস, ঘর ও আশেপাশে পানি জমতে দিবেন না। যে কোন পাত্রে জমিয়ে রাখা / জমে থাকা পানি ৩ দিনের মধ্যে পরিবর্তন করুন।
- এডিস মশা সাধারণত দিনের বেলা কামড়ায়। যথাসম্ভব লম্বা পোশাক পরুন। দিনে ঘুমানোর ক্ষেত্রেও মশারী ব্যবহার করুন।

ডেঙ্গু প্রতিকারে করণীয়

- তীব্র জ্বর, মাথাব্যাথা ও মাংসপেশীতে ব্যাথা, শরীরে লালচে দানা ইত্যাদি ডেঙ্গু রোগের লক্ষণ হলেও সাম্প্রতিক কালে এর ব্যতিক্রম পাওয়া যাচ্ছে।
- জ্বরে প্যারাসিটামল ব্যতীত অন্য ব্যাথানাশক ঔষধ খাওয়া বিরত থাকুন। রোগীকে বেশি বেশি তরল খাবার খাওয়ান।
- জ্বর হলে নিকটস্থ হাসপাতালে চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করুন ও ডেঙ্গু জ্বরের পরীক্ষা করুন।
- জ্বর ভালো হওয়ার পরও ডেঙ্গুজনিত মারাত্মক জটিলতা দেখা দিতে পারে। তাই সতর্ক থাকুন ও হাসপাতালে চিকিৎসা গ্রহণ করুন।

জনস্বার্থে: জাতীয় ম্যালেরিয়া নির্মূল ও এডিস বাহিত রোগ নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচী রোগ নিয়ন্ত্রণ শাখা, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।

DGHS, MOH&FW
BANGLADESH

আপনার স্বাস্থ্য আমাদের অঙ্গীকার
HPNSP
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

World Health Organization
Bangladesh

Regd. No. DA-35 Monthly The Agradoot Bangladesh Scouts, Year 67, Issue 08, August -2023

Editor: Md Abdul Haque, Published by Unue Ching, Executive Director (Acting) on behalf of Bangladesh Scouts, National Scout Bhaban
60, Anjuman Mufidul Islam Road, Kakrail, Dhaka-1000, Bangladesh. Phone: 9337714. Printed by: Sristy Printing and Packaging, Purana Paltan, Dhaka-1000